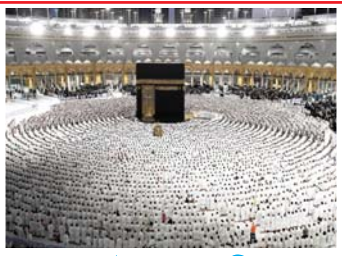

এবার উমরাহ ভিসার মেয়াদ কমাল সৌদি আরব

সারে-জমিন

হলদিয়ায় জেলা নেতৃত্ব নিয়ে বৈঠক অভিষেকের

রূপসী বাংলা

মারওয়ান বারগুতিই কি ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ কান্ডারি

সম্পাদকীয়

বরাদ্দ হলেও পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা হল না!

সাধারণ

আইপিএল ম্যাচের দিন ছবি ও ভিডিও পোস্ট নিষিদ্ধ হল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

মঙ্গলবার
১৬ এপ্রিল, ২০২৪
৩ বৈশাখ ১৪৩১
৬ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 103 ■ Daily APONZONE ■ 16 April 2024 ■ Tuesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

হেলিকপ্টার তল্লাশিতে আয়কর অফিসারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার কথা ভাবছি: অভিষেক

আপনজন ডেস্ক: রবিবার হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান বন্ধ করার অভিযোগ তুলে আয়কর আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করে, তাদের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারে আয়কর আধিকারিকরা কলকাতার বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে অভিযান চালিয়েছিল এবং অভিযোগ করেছে এটি বিরোধী প্রার্থীদের হয়রানি ও ভয় দেখানোর জন্য বিজেপির ইচ্ছাকৃত চক্রান্তের অংশ ছিল।

তৃণমূলের 'অভিযান'-এর দাবি নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে আয়কর দফতর সূত্রের দাবি, তল্লাশি বা সমীক্ষার মতো কোনও এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশন হয়নি এবং হেলিকপ্টারে তৃণমূল নেতার উপস্থিতিও ছিল না। তবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আয়কর হানা নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু আয়কর দফতরের আধিকারিকরা কিছু না পাওয়ায় তাঁরা হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান না করার সিদ্ধান্ত নেন। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের দাবি, তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা যখন অভিযানের ভিডিওগ্রাফি করেন, তখন আয়কর আধিকারিকরা জোর করে তা ডিলিট করে দেন।

নিয়ম অনুযায়ী হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান বাধ্যতামূলক। আয়কর কর্তারা তা আটকাতে পারছেন না। এমনকি তারা আমার নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে তাদের মৌখিক বিবাদের ভিডিওটি জোর করে মুছে ফেলেছিলেন। আয়কর কর্তারা এভাবে ভয় দেখাতে পারেন না। আমি এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছি। এর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগও দায়ের করেছি।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচনী প্রচার থেকে কালো টাকা নির্মূল করার অভিযানের অংশ হিসেবে এই আয়কর অভিযান চালানো হয়েছে।

অভিষেক ব্যবহৃত হেলিকপ্টারে আয়কর দফতরের 'হানা' নিয়ে তৃণমূলের এই দাবিকে কেন্দ্র করে যখন ঝড় উঠেছে, তখন আয়কর দফতর সূত্রে জানানো হয়, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালনের জন্য আয়কর দফতরের একটি দলকে রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের মালদা থেকে বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে হেলিকপ্টার আসার তথ্য সংগ্রহের জন্য 'রুটিন পদ্ধতিতে' পাঠানো হয়।

হিন্দু ধর্মের আড়ালে মুসলমানদের হয়রানি করা হচ্ছে: মায়াবতী

আপনজন ডেস্ক: বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি) সুপ্রিমো মায়াবতী বিজেপির নাম না নিয়ে বলেছেন যে গত কয়েক বছর ধরে হিন্দুত্বের আড়ালে মুসলমানদের হয়রানি করা হচ্ছে এবং দেশকে ধর্ম ও বর্ণের নামে ভাগ করা হচ্ছে।

সোমবার মোরাদাবাদের রামলীলা ময়দানে এক নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে মায়াবতী বলেন, কংগ্রেস ও বিজেপির ভুল নীতির কারণে দেশে বেকারত্বের ভয়াবহতা কারও অজানা নয়। তাই শিক্ষিত বেকার যুবকরা হতাশ, আশাহত। প্রতিবাদী কৃষকরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছে, আজ মধ্যবিত্তরা চিন্তিত। দলিত, অনগ্রসর, উপজাতি এবং অন্যান্য শ্রেণিররা গত কয়েক বছর ধরে সরকারি চাকরিতে অপূর্ণ সংরক্ষণের কোটা পূরণ করতে পারছে না। দেশের মানুষ এসব দল ও জোটের প্রতি আস্থা হারিয়েছে।

তিনি বলেন, বিএসপি একাই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং দল যদি কেন্দ্রে সরকার গঠন করে তবে এটি উত্তর প্রদেশের মতো একটি শক্ত কাজ করবে। ক্ষমতার লোভে গঠিত জোট কখনো জনগণের কল্যাণে কাজ করতে পারে না। তাই আমাদের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি, কংগ্রেস এবং তাদের সব জোটকে ক্ষমতায় আসা থেকে আটকাতে হবে। বিশেষ করে বিজেপি সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরানোর সময় এসেছে।

মায়াবতী বলেছেন যে বিএসপি সমগ্র সমাজের অধিকার রক্ষার জন্য নির্বাচনী ময়দানে একাই লড়ছে। কংগ্রেস ও বিজেপির ভুল নীতিতে মানুষ বিরক্ত। তিনি

বলেন, বিজেপি পুঁজিবাদী এবং ধনীদের দল, যা কংগ্রেসের মতো পুঁজিবাদীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুধু বক্তব্য দেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের লোকেরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার আড়ালে গরিবদের বিভ্রান্ত করছে যখন আপনার ও আমাদের সবার ট্যাক্সের টাকা থেকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য আসে। কংগ্রেস ও বিজেপিকে পুঁজিবাদীদের রক্ষা করার অভিযোগ করে তিনি বলেন, তাদের কোনো গ্যারান্টি দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়। মিডিয়ার মতামত জরিপ এবং সমীক্ষার মাধ্যমে, বিজেপি প্রতিটি কৌশল অবলম্বন করে যে কোনও মূল্যে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে। তাদের সাথে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের এই সরকার গরিব-বিরোধী, দলিত-বিরোধী, আদিবাসী-বিরোধী, কৃষক-বিরোধী এবং পুঁজিপতি ও কর্পোরেট হাউসদের ইশারায় চলছে।

বিজেপির ইশতেহার নিছক কাগজের গ্যারান্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেসের মতো, বিজেপিও কেন্দ্রের সমস্ত সরকারি তদন্তকারী সংস্থার রাজনীতি করেছে।

বিএসপি সুপ্রিমো বলেন, আজ দেশকে সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক, দেশবিরোধী নীতি বাস্তবায়ন করে ধর্ম ও বর্ণের নামে বিভক্ত করা হচ্ছে, যা উদ্বেগের বিষয়। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) শাসিত দেশের অংশের মানুষ তার ভুল নীতির কারণে ক্ষুব্ধ। সম্প্রতি বিজেপির ইশতেহার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ না করে তার দল জনগণের স্বার্থে কাজ করতে বিশ্বাস করে। কোনও ইশতেহার ছাড়াই উত্তরপ্রদেশে চারবার সরকার গঠন করেছেন তিনি। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশের মতো কেন্দ্রে বিএসপি সরকার গঠিত হলে বেকারত্ব ভাতা দেওয়ার পরিবর্তে মানুষকে জীবিকা দেওয়ার জন্য কাজ করবে এবং পুরো সমাজের স্বার্থে কোনও বৈষম্য ছাড়াই কাজ করবে। সাত বছর পর মায়াবতী যখন মোরাদাবাদে এলে জনতা মায়াবতীর কথা শুনতে ভিড় জমান।

রাজ্যে দাঙ্গা হলে দায় কমিশনের, ৫৫ দিন অনশনে বসব: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সমালোচনা করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, রাজ্যে একটিও দাঙ্গা হলে কমিশনের দফতরের বাইরে অনশনে বসবেন।

আলিপুরদুয়ারে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, বিজেপির নির্দেশে মুর্শিদাবাদ পুলিশের ডিআইজি অপসারণ করেছে নির্বাচন কমিশন।শুধু বিজেপির নির্দেশেই মুর্শিদাবাদের ডিআইজি বদল করা হয়েছে। এখন মুর্শিদাবাদ ও মালদহে দাঙ্গা হলে তার দায় নির্বাচন কমিশনের উপরেই বর্তাবে। বিজেপি দাঙ্গা ও হিংসা ছড়ানোর জন্য পুলিশ অফিসারদের পরিবর্তন করতে চেয়েছিল। যদি একটাও দাঙ্গা হয়, তার জন্য দায়ী থাকবে নির্বাচন কমিশন, কারণ তারা পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা দেখছে। প্রয়োজনে ৫৫ দিন নির্বাচন কমিশন দফতরের বাইরে অনশন করবেন বলে জানিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তিনি বলেন, আমি যদি ২৬ দিন কৃষকদের জন্য অনশন করতে পারি (সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের সময়), তাহলে আমি আপনার অফিসের বাইরেও ৫৫ দিন অনশন করতে পারি।

বিরোধীদের জেলে ঢোকানোর হুমকি দেওয়ায় বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, আমি দেখব তোমাদের কয়টা জেলখানা আছে। আপনার কতজন পুলিশ আছে? আর কত লোককে পিটিয়ে

মারবে? আমাকে অনেকবার লাঞ্ছিত করা হয়েছে। আমি লড়াই করতে জানি। আমি কাপুরুষ নই।

কোচবিহারে এক জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, ভোটের আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে অপব্যবহার করছে বিজেপি।

তৃণমূল সুপ্রিমো বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির অপব্যবহার এবং নির্বাচনে 'সমস্ত রাজনৈতিক দলের জন্য সমান খেলার ক্ষেত্র' না দেওয়ার অভিযোগও করেছেন।

তিনি বলেন, প্রথম দফার ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগে বিজেপি আমাদের নেতাদের গ্রেফতার করতে এনআইএ-কে ব্যবহার করতে পারে, যাতে তারা অবাধে দৌড়ঝাঁপ করতে পারে।

সোমবার বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করে মমতা বলেন, বর্তমান সরকারকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত না করা হলে গণতন্ত্রের মূল মর্ম বিপন্ন হবে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি মানুষের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস নির্ধারণ করবে। তিনি বলেন, আপনারা কী খাবেন, সেটা ওরাই ঠিক করবে। তারা আপনাকে সকালের চায়ের সাথে 'গোমূত্র' (গোমূত্র) পান করতে বলবে এবং দুপুরের খাবারে 'গোবর' (গোবর) খেতে বলবে। তারা আপনার জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্য রাখে, আপনি কী খান তা থেকে শুরু করে আপনি কীভাবে ঘুমান।

রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) নেতা তেজস্বী যাদবের একটি ভিডিও নিয়ে চলমান বিতর্কের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করলেন।

মমতা আরও বলেন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে বিজেপিকে ক্ষমতা থেকে হটাও। তবেই দেশ স্বাধীন হবে। আগামী নির্বাচনে এই দল বিজয়ী হলে ভবিষ্যতে দেশে কোনও নির্বাচন হবে না। এটা একটা স্বৈরাচারী সরকার। ওরা দেশে এক নেতা, এক জাতি, এক 'ভাষা', এক ভোজন চায়।

১৭ এপ্রিল রামনবমী উপলক্ষে বিজেপি হিংসা ও দাঙ্গা ছড়ানোর চেষ্টা করবে বলেও অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মথুরার শাহী ঈদগাহ মসজিদ চত্বর সমীক্ষায় স্থগিতাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধি

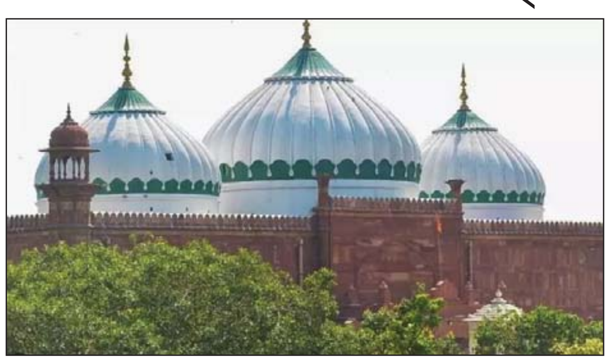

আপনজন ডেস্ক: মথুরার শাহী ইদগাহ মসজিদ কমপ্লেক্সে কৃষ্ণ জন্মভূমি মন্দির মামলায় আদালতের নজরদারিতে সমীক্ষার অনুমতি দিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং দীপঙ্কর দত্তের একটি বেঞ্চ ৫ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া সাপ্তাহিক শুনানির মথুরা আদালতে বিচারাধীন বিরোধ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় তাদের কাছে স্থানান্তরিত করা নিয়ে হাইকোর্টের ২৬ মে, ২০২৩ এর আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে একটি পিটিশন রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সব আদেশ বহাল থাকবে। ৫ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহে বিষয়গুলি পুনরায় তালিকাভুক্ত করতে হবে। বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে হাইকোর্টে মামলা কার্যক্রমের উপর কোনও স্থগিতাদেশ থাকবে না।

উল্লেখ্য, মথুরাতে শাহী ইদগাহ মসজিদটি শ্রী কৃষ্ণ জন্মভূমি ট্রাস্টের ১৩.৩৭ একর জমির একটি অংশে নির্মিত হয়েছিল বলে দাবি করে সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন (৩) এর আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। বাবরি মসজিদ-রাম জন্মভূমি বিতর্কের মতো হিন্দু পক্ষ হাইকোর্টকে অনুরোধ করেছিল মূল বিচার হোক।

শুনানির শুরুতে হিন্দু সংগঠনগুলির পক্ষে উপস্থিত সিনিয়র অ্যাডভোকেট শ্যাম দিভান বলেন, দেওয়ানি কার্যবিধির (সিপিসি) আদেশ ৭ বিধি ১১ এর অধীনে মামলার গ্রহণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে করা আবেদনগুলি মঙ্গলবার হাইকোর্টে শুনানির জন্য তোলা হবে।

তিনি অনুরোধ করেন, বিষয়টি কিছুক্ষণ পরে শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হোক।

ম্যানেজমেন্ট ট্রাস্ট শাহী মসজিদ ইদগাহ কমিটির পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী তাসনিম আহমাদি বলেন, শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত মূল বিষয়টি হ'ল ২৬ মে, ২০২৩ এর হাইকোর্টের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলাগুলি মথুরা আদালতের কাছে স্থানান্তরিত করা। বেঞ্চ বলেছে,এটি আগস্টে সমস্ত বিষয় একসাথে শুনানির জন্য গ্রহণ করা হবে।

প্রসঙ্গত গত ১৬ জানুয়ারি শীর্ষ আদালত শাহী ঈদগাহ মসজিদ কমপ্লেক্সের আদালত-পর্যবেক্ষণ সমীক্ষার অনুমতি দিয়ে হাইকোর্টের ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ এর আদেশের কার্যকারিতায় স্থগিতাদেশ জারি করে। তবে, মসজিদ প্রাঙ্গণের সমীক্ষা তদারকি করার জন্য আদালত কমিশনার নিয়োগে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু হিন্দু পক্ষ তার আগেই দাবি তোলে মসজিদ চত্বরে একসময় মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল বলে সমীক্ষা ইঙ্গিত দেয়।

মসজিদ কমিটি তাদের আবেদনে বলেছে, এই মামলায় অন্য কোনও বিবিধ আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে হাইকোর্টের উচিত ছিল মামলা খারিজের আবেদন বিবেচনা করা।

১৯৯১ সালের উপাসনাস্থল (বিশেষ বিধান) আইনে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ধর্মীয় স্থানগুলির চরিত্র পরিবর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে হাইকোর্টে এই আবেদন খারিজ করার আর্জি জানিয়েছিল কমিটি। অযোধ্যার বিতর্কিত স্থানকে এই আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আদালতের নজরদারিতে সমীক্ষার আবেদন মঞ্জুর করে হাইকোর্ট জানিয়েছিল, এই প্রক্রিয়া চলাকালীন মথুরা কাঠামোর কোনও ক্ষতি করা উচিত নয়।

মোদির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ করে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী সোমবার বলেছেন যে দেশের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের জন্য।

কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি দেশের সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান দখলের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন যারা সংবিধান রক্ষা করতে চায় এবং যারা সংবিধানকে ধ্বংস করতে চায় তাদের মধ্যে লড়াই।

কেরলের এই নির্বাচনী এলাকার ভেলিমুন্ডায় রোড শো করার পরে তিনি দলীয় কর্মী ও ভোটারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, সংবিধান এমন একটি দলিল যা সমস্ত ভারতীয়ের অধিকার রক্ষা করে, তারা যে ভাষাতেই কথা বলে, তারা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, তারা যে ধর্মের অনুশীলন করে এবং যে রাষ্ট্রেরই হোক না কেন। তিনি বলেন, সংবিধানের চোখে সবাই সমান। আপনারা খুব ভালো করেই বুঝতে পারছেন যে বিজেপি আমাদের দেশের সমস্ত (সাংবিধানিক) প্রতিষ্ঠানকে এক এক করে দখল করার চেষ্টা করছে। বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, সিবিআই, ইডি, আয়কর দফতর বা উচ্চ আমলাতন্ত্র, আরএসএস তাদের লোক পাঠিয়ে এই সিস্টেমগুলিতে অনুপ্রবেশ করছে। আর অন্যদিকে রয়েছে ভারতীয় ব্লক যারা বিশ্বাস করে যে এই

প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতের, কোনও একটি সংগঠনের নয়।

তিনি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। তারা প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের সম্পত্তি। মাঝে মাঝেই বিজেপির কোনও না কোনও সাংসদ বলছেন যে তাঁরা সংবিধান পরিবর্তন করবেন। রাহুল বলেন, আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই, কংগ্রেস পার্টি আরএসএসকে ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করতে দেবে না। রাহুল গান্ধি আরও বলেন, সম্প্রদায়, ধর্ম ও রাষ্ট্র নির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতীয়কে রক্ষা করা কংগ্রেস দলের কর্তব্য। এটা কংগ্রেসের পবিত্র কর্তব্য বলেও মন্তব্য করেন তিনি। কংগ্রেস নেতা তার নির্বাচনী প্রচারের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করতে ওয়ানাডে আসেন। তিনি এই মাসের গোড়ার দিকে ওয়ানাডে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে এবং একটি বিশাল রোড শো করে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ওয়ানাড় থেকে রেকর্ড ৪,৩১,৭৭০ ভোটে জিতেছিলেন রাহুল।

আগামী ২৬ এপ্রিল কেরালার ২০টি লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে।

প্রথম নজর

রামনবমী নিয়ে লোকপুর থানায় শান্তি কমিটির মিটিং

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ১৭ ই এপ্রিল রাজ্যের পাশাপাশি জেলা সহ বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হবে রামনবমী। এ উপলক্ষে পূজার্চনা, হরিনাম সংকীর্তন, শোভাযাত্রা, মোচ্ছব সহ নানান ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে। এলাকা ভিত্তিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং স্থানীয় থানার ব্যবস্থাপনায় থানা এলাকার রামনবমী পালন কমিটি, বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সহ সমাজসেবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে শান্তি কমিটির মিটিং আয়োজিত হচ্ছে। সেরূপ সোমবার লোকপুর থানা চত্বরে একটি শান্তি কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সরকারি নির্দেশিকা মেনে এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে রামনবমী পালন করার আহ্বান জানানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।বলা হয় অস্ত্র সহযোগে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ, ডিজে বক্স বাজানো কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ, মদ খেয়ে মাতলামি করলে তার জন্য আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহন করা হবে সতর্ক বার্তা দেন এদিন মিটিং থেকে। এদিন মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর সার্কেল ইনস্পেকটর চয়ন ঘোষ, লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ, এস আই প্রশান্ত ঘোষ প্রমুখ।

বিরিয়ানি দেরি করে দেওয়ায় হোটেলে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বিরিয়ানি দিতে দেরি হাওয়ায় দোকানে চললো হামলা। হোটেলের মালিক ও কর্মীদের মারধরের পাশাপাশি দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুঠের অভিযোগ উঠেছে এই ঘটনায়। হাওড়ার বেলিলিয়াস রোডের এই ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকার অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। মারধরের ঘটনায় গুরুতর আহতকে ভর্তি করা হয়েছে হাওড়া জেলা হাসপাতালে। ঘটনায় জড়িতদের মধ্যে দু'জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। বাকিদের খোঁজে চলছে তল্লাশি। মারধরের ছবি সিসিটিভি-তে ধরা পড়েছে।

রক্তের আকাল রোধ করতে রক্ত দিলেন মহকুমা শাসক নিজেই

নকিবউদ্দিন গাজী ও আসিফা লস্কর ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: এই প্রচন্ড গরমে ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ ব্লাড ব্যাংকের রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে।একদিকে রাজনৈতিক নেতাদের প্রচার অন্যদিকে তাপও প্রবাহ দুই মিলিয়ে রক্তদান শিবির একেবারে বন্ধের মুখে, তাই অবশেষে মুমূর্ষ রোগীদের কথা মাথায় রেখে এগিয়ে এলেন মহাকুমার শাসক। নিজেই রক্ত দিয়ে অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের রক্ত দান করার উৎসাহ জোগালেন। তীব্র গরমে রক্তের আকাল হাসপাতালে রক্তের অভাব মেটাতে এগিয়ে এলেন ডায়মন্ড হারবারের মহকুমাশাসক অঞ্জন ঘোষ। সোমবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মহকুমাশাসক ও সরকারি কর্মচারীরা ডায়মন্ড হারবার সার্কিট হাউসে রক্ত দান করেন। পাশাপাশি মহকুমা শাসক জানান, তীব্র গরম ও নির্বাচনী আচরণ বিধি চালু থাকায় সেভাবে রক্তদান শিবির কোথাও হচ্ছে না ,এরই ফলে সমস্যায় পড়েছেন থ্যালাসেমিয়া ও মুমূর্ষ রোগীরা। রক্তের আকাল মেটাতে নিজের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে নিজেই রক্তদান করলেন মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ। পাশাপাশি ডায়মন্ডহারবার থানার একাধিক সিভিক পুলিশ ও এগিয়ে আসেন এই রক্তদান করতে। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ডহারবার এসডিপিও শাকিব আহমেদ। অন্যদিকে রক্ত দিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অচিন্ত্য বোস, রাতুল ঘোষ, শুভদীপ চৌধুরী সহ একাধিক সরকারি আধিকারিকেরা। এদিন শতাধিকের বেশি রক্ত দান করেন বরে জানান ডায়মন্ড হারবার ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ব্যাসদেব।

ভোটের আগে তৃণমূলে যোগদান বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বেশ কয়েকটি পরিবার যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে সদ্য যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। জানা গিয়েছে, সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে সারেন বিপ্লব মিত্র। এদিন গোপালগঞ্জ পার্টি অফিসের সামনে এই যোগদান পর্ব চলে। বিপ্লব মিত্র বলেন, আজ কুমারগঞ্জ ব্লকের আটটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে সিপিআইএম, আরএসপি, বিজেপি ছেড়ে কয়েক হাজার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। পাশাপাশি বেশ কিছু নির্দল প্রার্থী যারা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মতভেদের কারণে হয়তো দল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরাও আজ দলে যোগদান করলেন। তাঁরা দলে যোগদান করবার বিষয়ে আবেদন জানিয়েছিলেন। সেইমতো দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে তাঁদের সেই আবেদনের কথা জানানো হয়েছিল। সর্বোচ্চ নেতৃত্বের তরফে নির্দেশ মেলায় তাঁদেরকে পুনরায় দলে যোগদান করানো হচ্ছে।' পাশাপাশি মন্ত্রী আরো জানান, 'আমি শুনছিলাম তিন হাজার লোক যোগদান করবেন। কিন্তু এখননে হচ্ছে এই যোগদানের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে যাবে। এই যোগদান করার ফলে আমরা কুমারগঞ্জ ব্লক থেকে বিরাট সংখ্যক লিড পাবার বিষয়ে আশাবাদী।'

জেলার তৃণমূল নেতৃত্বকে নিয়ে হলদিয়ায় বৈঠক অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসর সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক লোকসভা কেন্দ্রের সাংগঠনিক নেতাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে আসার আগে অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়েছিলেন সম্বর্ধনা জানানোর জন্য পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীগণ হাতে স্বাগত প্লাকার্ড নিয়ে অভিষেকে আনার সময় রীতিমতো বাজনা বাজিয়ে বিজয় উৎসবের মতোই আনা হয় হলদিয়ার নামি হোটেল গোল্ডেন রিট্রিটে। বাছাই করা কর্মীদের নিয়ে সভা করবেন আর সেজন্যই প্রায় চার পাঁচ দিন আগে থেকেই নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে পুলিশ এবং দলীয় কর্মীদের নিয়ে দফায় দফায় সভা করেছেন হোটেল পরিদর্শন করেন তৃণমূল নেতৃত্ব ,সোমবার সকাল থেকে গোল্ডেন রিট্রিতে হোটেলের সামনে কর্মীদের ভিড় ছিল উপচে পড়ার মত।চোখে দেখার জন্য। সকলেই এই সভাতে ঢুকতে পারবে না নির্দিষ্ট ১৫০ থেকে ১৮০ জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে সভাকক্ষের চেয়ার তাই দলীয় কর্মীরা গেটের বাইরে দূর থেকে তারা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে চোখে দেখার জন্যই অধীর আগ্রহে সকাল থেকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু দেখতে পেলেন না উনি গাড়িতেই হয়েই হোটেলেই ঢুকলেন।স্বাগত জানাই অবজার্ভার রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় ও হলদিয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিলন মন্ডল,

দলের সেনাপতি আসছেন দলের কর্মীরা সকলেই দলের সেনাপতির কাছ থেকে কিছু শুনতে চায় কিন্তু নির্দিষ্ট ১৮০ থেকে ২০০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে,ফলে প্রশ্ন উঠেছে দলীয় কর্মীদের মধ্যে। সভাতে কয়েকজন ব্লক সভাপতিকে সতর্ক করে দিলেন অভিষেক কোন দল উপদল নয় একটাই দল তৃণমূল কংগ্রেস সকলকে মানিয়ে নিয়ে চলার জন্য নির্দেশ দিলেন সভা থেকে। অভিষেক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন হেলিকপ্টারে তল্লাশি করা নিয়ে কোনও আপত্তি নেই যদিও,তল্লাশি অভিযানে আয়কর দফতরের কর্তারা 'কিছুই পাননি' বলে দাবি করেছিলেন অভিষেক।অভিষেক বলেন, 'যখন ওঁরা ১০ পয়সা পায়নি, তাহলে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল বন্ধ করা হল কেন? ওঁরা বলেছে, উপরমহল থেকে নির্দেশ না এলে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল রান করা যাবে না। এটা বন্ধ করার এক্তিয়ার ওদের নেই।আমরা এর বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা,এমনকি নিরাপত্তা রক্ষীরা জিজ্ঞাসা করায় তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন।অ্যান্তরীণ বৈঠকে অভিষেক জানান,জেলার সাংগঠনিক কমিটি নিয়ে বৈঠক ছিল।যেখানে ছোটখাটো কিছু সমস্যা ছিল,সেটা মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে।প্রত্যেকে বিধায়কের সঙ্গে বৈঠক করেন অভিষেক।তৃণমূল কংগ্রেস ২১-শের নির্বাচনে যা ফল করেছে,তার থেকে ভালো ফল হবে। তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়েও সমালোচনা শোনা যায় তাঁর মুখে। উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন কুমার মহাপাত্র, সেক আজগর আলী, সেক সুফিয়ান, তিলক কুমার চক্রবর্তী, সুকুমার দে, বিপ্লব রায় চৌধুরী জোর্তিময় কর, উত্তম বারিক, চিত্তরঞ্জন মাইতি, অসিত ব্যানার্জি সহ একাধিক নেতৃত্ব।

সিপিএমের গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে ক্রমশ কমে যাচ্ছে: সায়নী

বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর

আপনজন: যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সায়নী ঘোষ সোমবার বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মলয় চন্ডিপুর প্রাথমিক স্কুল থেকে প্রচার একটি পদযাত্রা শুরু করে। সেই প্রচার শেষ হয় কল্যাণপুর মুক্তির সংঘ কাছে। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন বারুইপুর বিধানসভা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা প্রাণী ও মৎস্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম দাস। কল্যানপুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুশান্ত মন্ডল সহ একাধিক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দ। সায়নী ঘোষ আইএসএফ প্রসঙ্গে বলেন ১লা বৈশাখ শওকত মোল্লা নেতৃত্বে বিশাল জনসভা হয়েছিল ভাঙড়ের মাটিতে। তাতে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ জনসভায় অংশগ্রহণ করেছিল। এতেই বোঝা যাচ্ছে সেখানে কে জিতবে। এই তাপদাহে ভোট প্রচারের সম্বন্ধে সায়নী ঘোষ বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাস ধরে প্রচার করছেন। এই গরমের মধ্যে তার কোন গরম লাগে না, আর আমি তো তার একনিষ্ঠ সৈনিক আমার তো গরম লাগবেই না। যাদবপুরে সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য বলেছেন যে আগামী দিনে সায়নী ঘোষ বিজেপিতে জয়েন করবে। সেই কথা পরিপেক্ষিতে বলেন সৃজন ভট্টাচার্য তথা সিপিএমের গ্রহণযোগ্যতা মানুষের কাছে আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। কিছু কিছু কথা বলে খবরে তাকে থাকতে হচ্ছে। এটা তার দলের দায়বদ্ধতা। তিনি বলেন সিপিএম আগে বিধানসভাতে আসুন এবং তারপর দিল্লিতে যাবেন। দিল্লি বহু দূর।

লাভপুরে যাত্রীবাহী বাস উল্টে মৃত এক

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সমতল রাস্তাতেই উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস, নিহত এক আহত বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে লাভপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সামনে। জানা গেছে সিউড়ি থেকে কীর্ণাহারগামী একটি বাস ওই স্থানে যাওয়ার সময় আজ বিকেলে হঠাৎই উল্টে যায় , আর তখনই দুর্ভাগ্যজনকভাবে একজন সাইকেল আরোহী সেখান দিয়েই যাচ্ছিল কার্যত তার ওপরেই উল্টে যায় বাসটি, আর তাতেই ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ঐ ব্যক্তির। এদিকে বাসের বেশ কয়েকজন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হয়েছে যাদের লাভপুর ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে। অনুমান করা হচ্ছে ওই সময় সামনাসামনি আসা একটি টোটোর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে গিয়েই এই বিপত্তি। এদিকে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান লাভপুর থানার ওসি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আলমারির তালা ভেঙে গহনা লুঠ

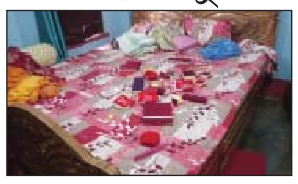

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদীয়া কৃষ্ণগঞ্জে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে আলমারির তালা ভেঙে কয়েক লক্ষ টাকা সোনার গহনা নগদ টাকা উধাও। বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে গৃহস্থ বাড়ির গ্রিলের তালা ভেঙে কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গহনা চুরি করে দুষ্কৃতীরা। কৃষ্ণগঞ্জ থানা সত্য নগর বাসিন্দারা ঝর্ণা কর বলেন,রবিবার রাতে বৌমাকে নিয়ে ওই এলাকার স্বর্ণখালীতে চরক মেলা দেখতে গিয়েছিলাম বাড়ি ফিরে দেখযি ঘরের দরজা খোলা।ভেতরে আলমারির তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে, এরপর লকার খুলতেই দেখে সোনার গহনা সহ ৩০ হাজার টাকা উধাও। আনুমানিক প্রায় দশ ভরি সোনার গহনা ছিল,যার বাজার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। তদন্ত করছে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ।

বসিরহাটের আইএসএফ প্রার্থীর প্রচার শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: দেরিতে হলেও প্রচার শুরু করলেন বসিরহাটের আইএসএফের প্রার্থী আক্তার রহমান বিশ্বাস।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিধানসভা ধরে তিনি কর্মী বৈঠক শুরু করে দিয়েছেন। যদিও শাসকদলের তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম গত এক মাস আগে থেকেই প্রচারে ঝড় তুলেছেন। প্রচার শুরু করেছেন বিজেপি প্রার্থী সহ অন্যান্য বিরোধী প্রার্থীরা। সোমবার বসিরহাটের খোলাপোতায় এক সভাকক্ষে আইএসএফের বিভিন্ন অঞ্চল কমিটি ধরে বৈঠক করেন জেলা নেতৃত্ব। বক্তব্য রাখেন বসিরহাট লোকসভার আইএসএফের অবজারভার কুতুবউদ্দিন ফাতেহি, রফিকুল ইসলাম, ফিরোজউদ্দিন, নাজিমুদ্দিন সহ অন্যান্যরা। এ ব্যাপারে বসিরহাটের আইএসএফ প্রার্থী আক্তার রহমান বলেন, ইতিমধ্যে আমাদের কর্মী বৈঠক শুরু হয়ে গেছে। আগামীকাল মঙ্গলবার সন্দেশখালি থেকে আমরা মূল প্রচার শুরু করছি। ভালো সাড়া পাবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তৃণমূল প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের সুস্থতা কামনা করে তিনি আরো বলেন উনি প্রচারের ময়দানে ফিরুক, লড়াই হবে। যদিও আইএসএফকে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবেই দেখছে না তৃণমূল।

বসিরহাট লোকসভায় আইএসএফ কোনো ফ্যাক্টর হবে না বলে স্পষ্ট জানান হড়োয়া বিধানসভা এলাকার তৃণমূল নেতা তথা হড়োয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আব্দুল খালেক মোল্লা। তাঁর কথায়, হাজী নুরুল ব্যাপক ভোট লিড নিয়ে জয়ী হবেন। গতবারের থেকে ভোটের মার্জিন বাড়ানোয় আমাদের লক্ষ্য। যদিও আইএসএফ নেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারলে আইএসএফ প্রার্থীই জিতবে।তাদের আশা এবার তৃণমূল ও বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করবে মানুষ।

মালদার দুই জোট প্রার্থীর মনোনায়ন

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সোমবার কংগ্রেসের মনোনয়ন জমা দেওয়া ঘিরে কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। মালদা শহরে মিছিল করে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মালদা জেলার দুই লোকসভা কেন্দ্রের জোট প্রার্থী। উত্তর মালদা কেন্দ্রে কংগ্রেসের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন মোস্তাক আলম এবং দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেসের ঈশা খান চৌধুরি। এদিন দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে পৌঁছান উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের জোট প্রার্থী মোস্তাক আলম এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের জোট প্রার্থী ঈশা খান চৌধুরী। গঙ্গা ভাঙন, কর্মসংস্থান, সার্বিক উন্নয়ন এবং সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে ভোট চাইছেন তাঁরা। কর্মী সমর্থকদের সমর্থন পেয়ে জেতার ব্যাপারে আশাবাদী তাঁরা। ঈশা খান চৌধুরী প্রয়াত সংসদ গনি খান চৌধুরীর ভাইপো। সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে মালদা শহরে বিশাল মিছিল করেন দুই জোট প্রার্থী। বামপন্থী কর্মী সমর্থক এবং কংগ্রেস সমর্থকরা মিছিলে অংশ নেন। সারা শহর পরিক্রমা করে মিছিল শেষ হয় গান্ধী মূর্তি পাদদেশ। ভিড় সামাল দিতে সেখানে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরপর দুই প্রার্থী মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। অন্যান্য লোকসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি মালদা জেলার দুই আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ মে। ইতিমধ্যে সমস্ত দলের প্রার্থীরা নেমে পড়েছেন নির্বাচনী ময়দানে। সোমবার মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনে উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের দুই জোট প্রার্থী মনোনয়নপত্র পেশ করেন। এদিন বামের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক জামিল ফিরদৌস, জেলা কমিটির নেতা প্রণব চৌধুরী,অম্বর মিত্র ও জহুর আহমেদ। কংগ্রেসের উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদহর প্রাক্তন বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার, মালতিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক আলবেরুনি জুলকারনাইন ও চাঁচল বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক আসিফ মেহেবুব।

তৃণমূলে যোগদান ভাইস চেয়ারম্যানের

মুহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: ডালখোলা পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে যোগদান সভার আয়োজন করা হয় রবিবার। বিজেপি, নির্দোল সহ বিভিন্ন দল থেকে থেকে ১২৫ টি পরিবার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হাজী ফিরোজ আহমেদ এর হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করেন। এদিন ডালখোলা পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির ২১ নম্বর বুধ সভাপতি বিকাশ সাহা, ২২ নম্বর বুধ সভাপতি সঞ্জয় মাহাতো সহ শতাধিক বিভিন্ন দলের কর্মী তৃণমূলে যোগদান করেন। ডালখোলা পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ভাইস চেয়ারম্যান হাজী ফিরোজ আহমেদ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প যেমন লক্ষীর ভান্ডার থেকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, কন্যাশ্রী থেকে রূপশ্রী, কৃষক বন্ধু থেকে জয় জোহারে আকৃষ্ট হয়ে বিজেপি এবং নির্দল থেকে মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন। তৃণমূলের হাত ধরেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।

মধ্যরাতে মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদান যুবর

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রোগীকে রক্তদানের জন্য মাঝরাতে লালগোলা থেকে বহরমপুর ছুটে গেল এক যুবক। লালগোলার বাসিন্দা ২৫ বছরের সুরাজ সেখ রাতের বেলায় বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলো সে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মাঝরাতে রক্তের প্রয়োজন পড়ে। লালগোলার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য রবিউল ইসলামকে পরিবারের লোক বিষয়টি জানালে তিনি যোগাযোগ করেন স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে। ওই যুবক মাঝ রাতে লালগোলা থেকে ট্রেনে করে গিয়ে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে রক্তদান করেন। রাজনৈতিকভাবে ওই যুবক লালগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি। মাঝরাতে রক্তদানে এগিয়ে আসায় বিশিষ্ট মহল সাধুবাদ জানিয়েছে তাকে।

এসইউসিআই আয়েশাকে নিয়ে প্রচারে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বীরভূম

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক দল গুলি কোমর বেঁধে মাঠ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।দলীয় প্রার্থীদের নামও ইতিমধ্যে প্রায় সব রাজনৈতিক দল গুলি ঘোষণা করে দিয়েছে। দেওয়াল লিখনের দিক থেকে পিছিয়ে নেই কোনো দল। পাশাপাশি প্রখর রৌদ্র মাথায় নিয়ে দলীয় প্রার্থীদের সঙ্গে করে চলেছে নির্বাচনী প্রচার অভিযান।সেরূপ বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থী আয়েশা খাতুন তার দলীয় কর্মীদের নিয়ে সোমবার মুরারই বাজার এলাকায় জনসংযোগ ও নির্বাচনী পদযাত্রা সারলেন। তাদের বক্তব্য কেন্দ্রের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারের চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতি ও সিপিএম-কংগ্রেসের সুবিধাবাদী জোটের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সংগ্রামী বামপন্থী দল এসইউসিআই দলের বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী আয়েশা খাতুনের সমর্থনেই নির্বাচনী পদযাত্রা। নেতৃত্বের কথায় নিছক নির্বাচন দিয়ে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

আমিনুলের কবর জিয়ারতে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার খড়িবাড়ির মহিষগদি ইসলামিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেজ মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেব। সোমবার মরহুমের আমিনপুরের পাকদহের বাড়িতে সমবেদনা জানাতে আসেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। এদিন তিনি মরহুমের মাগফিরাত কামনা করে কবর জিয়ারত করেন। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মাওলানা সাহাদাত সাহেব, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আবদুল হাই সহ জমিয়তের নেতৃত্ব। মন্ত্রী সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী বলেন মরহুম হাফেজ আমিনুল ইসলাম সাহেব জমিয়তের অনেক পুরানো লোক। তাঁর হাত দিয়ে বহু ছেলে হাফেজ হয়েছেন। আল্লাহ তাঁর এই খিদমতকে কবুল করুন। হাফেজ সাহেব খুব গুণী মানুষ ছিলেন। মরহুম হাফেজ আমিনুল ইসলামের এক প্রাক্তন ছাত্র হাফেজ নাজমুল ইসলাম বলেন, হুজুর মাদ্রাসার সম্মুখে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জামায়াতে ইসলামীর সম্প্রীতি সভা

এম এ মনু ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: জামায়াতে ইসলামী হিন্দের উলুবেড়িয়া ব্লকের উদ্যোগে ঈদ মিলন উৎসব তথা সম্প্রীতি সভা অনুষ্ঠিত হল বিরশিবপুর, দ্যা প্রগ্রেস স্কুলে।এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জনাব আয়াতুল্লাহ ফারুক মোল্লা তিনি ইসলাম ধর্ম এবং ঈদ সম্পর্কিত বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন, বক্তব্য রাখেন উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক ডক্টর সিরাজ মল্লিক মহাশয়, বিশিষ্ট শিক্ষক পশুপতি ঘুকু মহাশয়, কল্যাণব্রত সংঘ হাইস্কুল। বিশিষ্ট শিক্ষক জনাব আব্দুল মান্নান সাহেব, সাঁকরাইল অভয়চরণ হাই স্কুল। বিশিষ্ট শিক্ষক জনাব জুলফিকার আলী মোল্লা মহাশয়, গণেশপুর হাই স্কুল।জেলা নাজিম জনাব নুর আহম্মদ মোল্লা সাহেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক নাজিম হানিফ মোল্লা, সহকারী আঞ্চলিক নাজিম সেখ, মোহাম্মদ আরিফুল্লা, প্রগ্রেস স্কুলের প্রিন্সিপাল আনারুল, সামসেরদোজা খান প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আব্দুল মান্নান।

প্রথম নজর

এবার উমরাহ ভিসার মেয়াদ কমাল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর উমরাহ ভিসার মেয়াদ কমিয়েছে সৌদি আরবের সরকার। আগে এই ভিসার মেয়াদ থাকত আরবি চান্দ্র বর্ষপঞ্জির একাদশ মাস জিলক্বদের ২৯ তারিখ পর্যন্ত। সরকারের নতুন ঘোষণা অনুযায়ী এখন থেকে এই মেয়াদ জিলক্বদের ১৫ তারিখ পর্যন্ত থাকবে। অর্থাৎ ভিসার মেয়াদ কমানো হয়েছে ১৪ দিন।
রোববার (১৪ এপ্রিল) এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে সৌদির হজ ও উমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উমরাহ ভিসার মেয়াদ হ্রাস করা হয়েছে। এখন থেকে উমরাহ ভিসার মেয়াদ হবে ১৫ জিলক্বদ পর্যন্ত।'
প্রসঙ্গত জিলক্বদের পরের মাসের নাম জিলহজ। এই মাসের ৮ তারিখ থেকে হজ শুরু হয়, শেষ হয় ১৩ তারিখ। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে লাখ লাখ মুসলিম হজ করার জন্য সৌদিতে সমবেত হন। তাদের একটি বড় অংশ আসা শুরু করেন জিলক্বদ মাস থেকে।
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, হজযাত্রীদের আবাসন ও চলাচলে সুবিধার জন্যই এ পরিবর্তন আনা হয়েছে উমরাহ ভিসায়।

কাবুলে ৮০ হাজার সিসি ক্যামেরা বসাল আফগান সরকার

আপনজন ডেস্ক: অপরাধ দমন ও সার্বিক মনিটরিংয়ের জন্য রাজধানী কাবুলজুড়ে ৮০ হাজারের বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছে আফগান সরকার হয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে। রাজধানীর বাসিন্দারা সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনকে স্বাগত জানিয়েছেন। একইসঙ্গে এগুলো যাতে চালু থাকে, তা নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান তাদের। মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আবদুল মতিন কানি বলেছেন, 'এসব ক্যামেরা রাজধানীতে অপরাধমূলক ঘটনা রোধে সহায়ক হবে। রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রদেশেও এসব ক্যামেরা স্থাপন বাড়ানো হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'কাবুলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ব্যস্ত এবং সমালোচনামূলক পয়েন্টগুলোতে এসব ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এর মাধ্যমে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এগুলোর মাধ্যমে আমরা অপরাধীদের গ্রেপ্তার বা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ঘটনা রোধ করতে সক্ষম হয়েছি।'
রাজধানীর বাসিন্দার এই কার্যক্রমকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের কাজ অন্যান্য প্রদেশে সম্প্রসারণের জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে অনুরোধ করেছে।
কাবুলের বাসিন্দা ভেলায়ত খান বলেছেন, 'নিরাপত্তা ক্যামেরাগুলো যাতে নিষ্ক্রিয় না হয়। কারণ, চুরির ঘটনা ঘটলে নিরাপত্তা ক্যামেরার দিকে তাকালে কর্মকর্তারা বলেন, বিদ্যুৎ ছিল না।'
শহরে শহরে লাগানো ক্যামেরাগুলো শহরে চুরি, সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করে বলে মনে করেন কাবুলের আরেক বাসিন্দা সাঈদ হুসেইন।
সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দেশে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন খুবই জরুরি। বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ জালমাই আফগানিয়ার বলেছেন, এর মাধ্যমে অপরাধী শনাক্তকরণ এবং নাগরিকদের মানসিক শান্তি আনতে চালু থাকা উচিত।
২০২১ সালের ১৫ আগস্ট আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় তালেবান যোদ্ধারা। এর ২৩ দিন মোল্লা মো. হাসান আখুন্দকে প্রধান করে আফগানিস্তানে সরকার গঠন করেছে তালেবান।

ইসরায়েলে আঘাত এনেছে ইরানের ৯ ক্ষেপণাস্ত্র, ক্ষতিগ্রস্ত দুই বিমানঘাঁটি

আপনজন ডেস্ক: ইরানের চালানো হামলায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করে অন্তত নয়টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইহুদি রাষ্ট্রটির দুটি বিমানঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে। এর মধ্যে পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলের নেভাটিম বিমানঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে। এতে সেখানে থাকা ইসরায়েলের একটি সি-১৩০ রসদবাহী উড়োজাহাজ, একটি রানওয়ে এবং একটি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর চারটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে ইসরায়েলের নেগেভ বিমানঘাঁটিতে। তবে সেখানে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
ইসরায়েল এবারই প্রথম অ্যারো-৩ নামের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা এই অ্যারো-৩ বিশেষত হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আকাশেই ধ্বংস করার জন্য তৈরি হয়েছে।
এরপরও নয়টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানাটা দেশটির জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শোনা যাচ্ছে, অ্যারো-৩ প্রতিরক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে এখন কাটাছেঁড়া চলছে। তবে ইসরায়েলি কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে এই ব্যবস্থা সফল হওয়ার কথা বলছেন।
গত শনিবার রাতে ইরান থেকে ইসরায়েল লক্ষ্য করে তিন শতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ছোড়া হয়। এগুলোর ৯৯ শতাংশই আকাশে থাকতে ধ্বংস করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েল। ইরানের এই হামলায় নেভাটিম বিমানঘাঁটি 'সামান্য' ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করেছে তারা। এ ছাড়া ইরানের হামলায় একটি শিশু গুরুতর আহত হয়েছে।
ইরান বলেছে, চলতি মাসের শুরুতে সিরিয়ায় ইরানের কূটনৈতিক কম্পাউন্ডে প্রাণঘাতী হামলার বদলা হিসেবে এই হামলা চালানো হয়েছে। তেহরান এটাও বলেছে যে ইসরায়েল যদি এর পাল্টা হামলা চালায়, তাহলে আরও বড় পরিসরে হামলার মধ্য দিয়ে তার জবাব দেওয়া হবে।

ইরানের হামলায় গাজায় স্থল অভিযান স্থগিত করলেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ইরানের পাল্টা হামলার ঘটনায় গাজা উপত্যকার রাফাহ শহরে স্থল অভিযান স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। গত বছর ৭ অক্টোবর হামাসের নেতৃত্বে আন্তঃসীমান্ত হামলার পর থেকে ইসরায়েলি সশস্ত্র বাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় গাজায় এখন পর্যন্ত ৩৩ হাজার ৭০০'র বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু।
যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার পর মিশর সীমান্তবর্তী রাফাহকে 'হামাসের শেষ শক্ত ঘাঁটি' অভিহিত করে সেখানে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় নেতানিয়াহু সরকার। যেখানে প্রায় ১৪ লাখ বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর বিরামহীন হামলা থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছেন।
তেল আবিবের এমন আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে তীব্র বিরোধ দেখা গেলও সবকিছু কোনো তোয়াক্কা না করে গত সপ্তাহে নেতানিয়াহু হুঁশিয়ারি দেন, রাফাহ আক্রমণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ইরানের মুহুর্মুহু হামলার মুখে এবার নতুন যুদ্ধক্ষেত্র করার নীতি থেকে সরে আসছেন নেতানিয়াহু। এর আগে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সামরিক শক্তিধর ইরানের বিরুদ্ধে ঘনিষ্ঠমিত্র ইসরায়েল যদি কোনো পাল্টা হামলা চালায়, তবে তাতে জড়াবে না যুক্তরাষ্ট্র। যদিও ইসরায়েলের সম্ভাব্য পাল্টা হামলার বিষয়ে উচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড। একইসঙ্গে ইসরায়েলকেও সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে ইরান।
উল্লেখ্য, গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার দামেস্কে অবস্থিত ইরানের কনস্যুলেটে হামলা চালিয়ে দেশটির শীর্ষ কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তাকে হত্যা করে ইসরায়েল। এ ঘটনার প্রতিশোধ নিতে গত শনিবার রাতে ইসরায়েলে নজিরবিহীন হামলা চালায় ইরান। এ হামলায় তিনশতাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করে দেশটি।

বৈশাখের শুরু থেকেই তাপপ্রবাহ বেড়েছে বাংলাদেশে। গতকাল সর্বোচ্চ ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকলেও আজ সোমবার তা ছাড়িয়ে গেছে। আজ ঢাকাসহ দেশের ৫৪টি জেলার ওপর দিয়ে প্রায় ৪০ ডিগ্রি তাপমাত্রার তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

মধ্যপ্রাচ্য খাদের কিনারে, ফেরানোর দায়িত্ব সবার: জাতিসংঘের মহাসচিব

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতকে 'খাদের কিনার' হিসেবে অভিহিত করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। রোববার (১৪ এপ্রিল) বিকেলে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এক জরুরি সভার শুরুতে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, এই অঞ্চলের মানুষ একটি পূর্ণমাত্রার ধ্বংসাত্মক সংঘাতের মুখোমুখি। তারা যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। এখনই সময় তাদের খাদের কিনার থেকে ফিরিয়ে আনার। আর এই দায়িত্ব যৌথভাবে সবার।
জাতিসংঘ মহাসচিব বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দিকের বড় বড় সামরিক পক্ষগুলো সংঘাতে জড়িয়ে যেতে পারে, এমন যেকোনো পদক্ষেপ উপেক্ষা করা জরুরি। ইতোমধ্যে এখানকার বেসামরিক নাগরিকেরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। তাই এখনই সময়, সবাইকে যুদ্ধের কিনার থেকে ফিরিয়ে আনার।
গাজায় এখনই যুদ্ধ বিরতি প্রয়োজন বলে মনে করেন গুতেরেস। বলেন, সেখানে মানবিক অবস্থা বিপর্যস্ত। এজন্য জিম্মিদের নিঃশর্ত মুক্তি ও বাধাহীনভাবে ত্রাণ তৎপরতা চালাতে দেওয়া দরকার।
নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে জাতিসংঘ প্রধান বলেন, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক শান্তি-নিরাপত্তার অবস্থা প্রতি ঘণ্টায় অবনতি হচ্ছে। এ অঞ্চলের (মধ্যপ্রাচ্য) বা বিশ্বের কেউ আর যুদ্ধ চায় না। এ জন্য যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি।
ইসরায়েলের অনুরোধে ইরানের হামলা নিয়ে এই সভা শুরু হয়। এতে স্ব স্ব দেশের অবস্থানের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেন জাতিসংঘে নিযুক্ত ইসরায়েল ও ইরানের রাষ্ট্রদূতেরা।

ইরান-ইসরায়েল ইস্যুতে যে কৌশল অবলম্বন করল সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের ওপর ইরানের নজিরবিহীন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর চলমান উত্তেজনার মধ্যেই এ ইস্যুতে কৌশলী অবস্থান নিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাশালী দেশ সৌদি আরব। এক বিবৃতিতে দুই পক্ষকেই সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
শনিবার স্থানীয় সময় রাতে প্রথমবারের মতো তেল আবিবে হামলা চালায় তেহরান। চলমান এ পরিস্থিতিতে উত্তেজনা বিরাজ করছে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে। ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্বে সৌদি আরবের অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে আলোচনা।
বিবৃতিতে হামলার জন্য তেহরানকে কোনো নিন্দাও জানায়নি সৌদি আরব। পাশাপাশি এ সংঘাত যেন বিস্তার লাভ না করে সেজন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে তারা। এছাড়া উত্তেজনা আরো ছড়িয়ে পড়লে ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী এ দেশ।
এদিকে ইসরায়েলের ওপর ইরানের নজিরবিহীন হামলা ঠেকাতে ইসরায়েলকে সহায়তা করেছে জর্ডান। তেল আবিবের দিকে ছোঁড়া বেশ কয়েকটি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছে দেশটি। এতে নেতানিয়াহু প্রশাসনকে সাহায্য করলে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান।
সৌদি আরবে যুক্তরাষ্ট্রের ৫টি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। আর জর্ডানের মতো ইসরায়েলকে সমর্থন করলে তাদের ওপরও ইরান চড়াও হতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকেই দেশটি কৌশলী অবস্থানে রয়েছে বলে মত বিশ্লেষকদের।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জার্মানির এক তৃতীয়াংশ কোম্পানি অর্থনীতি নিয়ে সংশয়ে

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির ৩৭ শতাংশ কোম্পানি মনে করছে, চলতি বছর তাদের উৎপাদন কমবে৷ আর ২৩ শতাংশ মনে করছে বাড়বে৷ জার্মান ইকোনমিক ইনস্টিটিউট বা আইডাব্লিউ এর শনিবার প্রকাশিত এক জরিপে এই তথ্য পাওয়া গেছে৷
সুদ হার, ধীরগতির বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি এবং ইউক্রেন ও গাজা সঙ্কটের কারণে অর্থনীতির এমন অবস্থা হতে পারে বলে জরিপে অংশ নেয়া কোম্পানিগুলো জানিয়েছে৷
বিশ্বব্যাংক গত জানুয়ারিতে জানিয়েছিল, চলতি বছর টানা তৃতীয়বারের মতো বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির গতি ধীর হবে৷ এ বছর বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২.৪ শতাংশ হতে পারে বলে জানিয়েছিল বিশ্বব্যাংক৷ ২০২৩ সালে ২.৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছিল৷ ২০২২ সালে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩ শতাংশ, আর ২০২১ সালে ৬.২ শতাংশ৷
এদিকে, জার্মানির পাঁচটি অর্থনৈতিক সংস্থা গতমাসে বলেছিল, ২০২৪ সালে জার্মানির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে মাত্র ০.১ শতাংশ৷ ২০২৫ সালে সেটি ১.৪ শতাংশ হতে পারে৷
আইডাব্লিউর জরিপে অংশ নেয়া ৩৯ শতাংশ কোম্পানি বলেছে, গতবছরের চেয়ে তাদের কর্মক্ষমতা কমেছে৷ মাত্র ১৮ শতাংশ কোম্পানি কর্মক্ষমতা বাড়ার কথা জানিয়েছে৷

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিধসে ১৯ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার সুলাওয়েসি দ্বীপে ভূমিধসে অন্তত ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় নিখোঁজ রয়েছেন আরো দুইজন। স্থানীয় সময় শনিবার (১৩ এপ্রিল) সন্ধ্যায় দক্ষিণ সুলাওয়েসি প্রদেশের তানা তোরাজায় এ ধস ঘটে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে আলজাজিরা। জানা গেছে, বৈরী আবহাওয়া ও রাস্তা-ঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় ঠিকমতো উদ্ধারকাজ চালানো যাচ্ছে না। তবে এরই মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ধসে যাওয়া এলাকায় প্রাণে সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০২ মি.

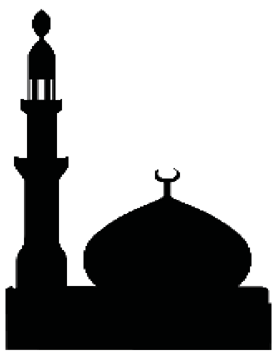

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫২	৫.১৫
যোহর	১১.৪২	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০২	
এশা	৭.১৩	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্পে কাঁপল পাপুয়া নিউগিনি

আপনজন ডেস্ক: পাপুয়া নিউগিনিতে ৬ দশমিক ৫ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সোমবার (১৫ এপ্রিল) সকালে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই দেশটির উত্তরাঞ্চলে শক্তিশালী এই ভূমিকম্প আঘাত হানে। তবে সুনামির কোনো সতর্কতা জারি করা হয়নি বলে জানিয়েছেন মার্কিন ভূমিকম্পবিদরা।

ওমানে বন্যায় স্কুল শিক্ষার্থীসহ ১৬ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ওমানে বন্যায় অন্তত ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের অধিকাংশই স্কুল শিক্ষার্থী। সোমবার এক শিশু ও তিনজন প্রাপ্তবয়স্কের মৃতদেহ উদ্ধারের পর কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।
উপসাগরীয় দেশটির সরকারি বার্তা সংস্থা রবিবার প্রাথমিকভাবে জানায়, যানবাহন বন্যার পানিতে ভেসে যাওয়ার পর ৯ জন স্কুল শিক্ষার্থী এবং অন্য তিনজন প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণ হারিয়েছে।
এদিকে দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বন্যায় পাঁচজন নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
ওমান নিউজ এজেন্সি সোমবার এক শিশু এবং আরো তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধারের খবর দিয়েছে।
রবিবার থেকে শুরু হওয়া মারাত্মক বজ্রপাত, প্রবল বৃষ্টি ও বাতাস দেশটিকে বিপর্যস্ত করেছে। এতে দেশটির উত্তর ও পূর্বে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে আকস্মিক বন্যা হয়েছে। বন্যায় বেশ কয়েকটি রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় সোমবার বন্যার বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসেবে অধিকাংশ অঞ্চলের স্কুলগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। ওমানের বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারের সাহায্যে অভিযানে আটকা পড়া কয়েক ডজন মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে।
ওমানের মন্ত্রিপরিষদ একটি বিবৃতিতে বলেছে, তারা দুঃখের সঙ্গে সম্প্রতি আ'শরকিয়াহ গভর্নরেটে মারা যাওয়া স্কুল শিক্ষার্থীদের পরিবার ও আত্মীয়দের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাচ্ছে।

আফগানিস্তানে আকস্মিক বন্যায় নিহত ৩৩

আপনজন ডেস্ক: আফগানিস্তানে তিন দিনের ভারী বর্ষণ ও আকস্মিক বন্যায় অন্তত ৩৩ জন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো ২৭ জন। এছাড়া বৃষ্টিপাতের জেরে শত শত বাড়িঘর ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে।
রোববার (১৪ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা।
দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের মুখপাত্র জনান সায়েক রোববার বলেন, গত শুক্রবার থেকে বৃষ্টির কারণে আকস্মিক বন্যা সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে প্রচুর মানবিক ও আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রাথমিক তথ্যে দেখা গেছে, বন্যায় দুর্ভাগ্যবশত ৩৩ জন শহীদ হয়েছেন এবং আরও ২৭ জন আহত হয়েছেন।
মুখপাত্র জনান সায়েক আরো বলেছেন, বেশিরভাগ হতাহতের ঘটনা ঘটেছে ছাদ ধসে, প্রায় ৬০০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়াও, ২০০টি গবাদি পশু মারা গেছে, প্রায় ৬০০ কিলোমিটার (৩৭০ মাইল) রাস্তা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং প্রায় ৮০০ হেক্টর (১৯৭৫ একর) কৃষি জমি 'বন্যায় ভেসে গেছে'। সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, আফগানিস্তানের ৩৪টি প্রদেশের মধ্যে ২০টি প্রদেশে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে। অবশ্য এই প্রদেশগুলোতে গত শীত মৌসুম ছিল অস্বাভাবিকভাবে শুষ্ক। এর ফলে সেসময় ভূখণ্ড শুকিয়ে গিয়েছিল এবং কৃষকরা তাদের শস্য রোপণ বিলম্বিত করতে বাধ্য হয়েছিল।

প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের বিচার শুরু

আপনজন ডেস্ক: নিউইয়র্কের আদালতে আজ সোমবার হাজির হচ্ছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর মধ্য দিয়ে আজ ফৌজদারি মামলায় তার বিচার শুরু হচ্ছে। তিনিই হচ্ছেন প্রথম কোনো সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট, যিনি ফৌজদারি মামলায় বিচারের মুখোমুখি হচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৬ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে তথ্য গোপন রাখার জন্য পর্নো তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে গোপনে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। ওই অর্থের বিষয়টি গোপন রাখতে তিনি তার ব্যবসায়িক রেকর্ডেও জালিয়াতির আশ্রয় নেন।
দোষী সাব্যস্ত হলে ৭৭ বছর বয়সী ট্রাম্পের সর্বোচ্চ চার বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। তবে জরিমানা দিয়ে তিনি কারাবাস থেকে রেহাই পেতে পারবেন। তবে মামলায় আনা অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন ট্রাম্প।
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিচার চলবে। রিপাবলিকান দল থেকে সম্ভাব্য এই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়তো আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের আগে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন।
হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির কেনেডি স্কুলের ইতিহাস ও জননীতি বিষয়ের অধ্যাপক অ্যালেক্স কিসার বলেন, এটি নজিরবিহীন। এর সঙ্গে তুলনা করার মতো কিছু নেই। আজ শুরু হওয়া বিচার শেষ হতে ছয় থেকে আট সপ্তাহ লাগতে পারে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১০৩ সংখ্যা, ৩ বৈশাখ ১৪৩১, ৬ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

গণতন্ত্র

গণতন্ত্র আসলে কী? এই ব্যাপারে সবচাইতে প্রচলিত সংজ্ঞা বলিয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের ষোড়শ প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন। তিনি বলিয়াছেন, ডেমোক্রেসি ইজ এ গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল। এই ধরনের কথা ১৩৮৪ সালে জন উইক্লিফ বলিয়াছিলেন বাইবেল প্রসঙ্গে। সেইখানে তিনি বলিয়াছিলেন, দিজ বাইবেল ইজ ফর দ্য গভর্মেন্ট অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল অ্যান্ড ফর দ্য পিপল।

গণতন্ত্রকে বলা হয় বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য শাসনতন্ত্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জোসেফ সুম্পিটার ১৯৪৬ সালে তাহার 'ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হইতেছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেইখানে জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। গণতন্ত্রের তিনটি উপাদানকে মৌলিক বা বুনিয়াদি বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তাহার মধ্যে প্রথমটি হইল—সর্বজনীন ভোটাধিকার। ইহার পরে রহিয়াছে অবাধ, প্রতিযোগিতামূলক, বহুদলীয় নির্বাচন। এখন আমরা তৃতীয় বিশ্বের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বেও দেখি ভোট লইয়া নানান ধরনের মেকানিজম করা হয়, মিথ্যাচার করা হয়। মিথ্যায় মিথ্যায় সয়লাব করা হয় জনগণের মনোজগত্। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাহারা নির্বাচিত হইয়া আসেন, তাহাদের কার্যক্রম অবশ্যই নিয়মতান্ত্রিক হইতে হইবে; কিন্তু তাহা কতখানি ব্যত্যয় হইতেছে—ইহার দৃষ্টান্তের শেষ নাই।

সার্বিকভাবে নির্বাচনি ব্যবস্থাপনার ক্রমেই অবনতির কারণে মানুষ নির্বাচন ও গণতন্ত্র লইয়া সংশয়ের মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার একে অপরের পরিপূরক। নির্বাচনের মধ্য দিয়াই জনগণের স্বাধীন মত প্রকাশের ভিত্তিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়; কিন্তু বাস্তবতা হইল—পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের মাটির যেমন সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, সকল মাটিতে সকল বৃক্ষ জন্মায় না। মেরু ভল্লুক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বাঁচিবে না। তেমনি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের কোনো প্রাণীই মেরু অঞ্চলে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না।

গণতন্ত্র নিঃসন্দেহে বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে গ্রহণযোগ্য হিতকারী শাসনতন্ত্র। তবে এই হিতকারী বৃক্ষটি ভিনদেশ হইতে আমদানি করা হইয়াছে। সুতরাং উহার ফলন সকল মাটিতে ভালো নাও হইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহার কিছু পরগাছা বা আগাছাও রহিয়াছে। সেই সকল পরগাছা নির্মূলে নিয়মিত পরিচর্যা প্রয়োজন; কিন্তু উন্নত বিশ্বে উহার চেষ্টা থাকিলেও তৃতীয় বিশ্বে খামতি রহিয়াছে। ইহা রাতারাতি দূর হইবারও নহে। তাহা ছাড়া বিরোধিতাই যে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি। মানুষে-মানুষে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে, স্বার্থে-স্বার্থে যে সংঘাত, রাজনৈতিক বিরোধিতার মাধ্যমে তাহার মোকাবিলাই গণতন্ত্রের পদ্ধতি। এইভাবেই গণতন্ত্র সকল গোষ্ঠী, মতকে স্থান দিতে পারে। গণতন্ত্র মানে যে শুধু ক্ষমতা নহে, তাহা উপলব্ধি করাটাও গণতন্ত্রের জন্য জরুরি বটে। এই জন্য আধুনিক সময়ে অনেক বিজ্ঞজনের মতে, গণতন্ত্র হইল স্টেট অব মাইন্ড। সেইখানে কথা বলিবার যেমন অবারিত স্বাধীনতা থাকিবে, মুক্তচিন্তার ফল্গুধারা বহিবে। ইহার সহিত সেইখানে বিপরীত বা ভিন্ন মতের অন্যকে সম্মান করিবার বিষয়টি থাকিতেই হইবে; কিন্তু গণতন্ত্রের এই মূলগত বৈশিষ্ট্য—তাহা আমরা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই দেখিতে পাই না।

আরেকটি বড় বিষয় হইল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাহার প্রতিনিধি তথা সরকার নির্বাচন করে, তৃতীয় বিশ্বের সিংহভাগ জনগণ বুঝিতেই পারেন না, কী অপার ক্ষমতার অধিকারী তাহারা। কে তাহাদের শাসন করিবে, তাহা নির্ধারণের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুভার তাহাদের স্কন্ধে অর্পিত রহিয়াছে; কিন্তু এই গুরুভার তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুধাবন করিতে পারেন না। এই জন্য অনেকে গুরুত্বই দেন না তাহার ভোটাধিকারটি। তাহার ভোট কতখানি মূল্যবান—তাহা বুঝিতে পারেন না বিধায় অনেকে সামান্য অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হইয়া যান। সুতরাং গণতন্ত্রের জন্য আমাদের জনগণকেও উপযুক্ত হইয়া উঠিতে হইবে, নিজেদের ভোটের মূল্য বুঝিতে শিখিতে হইবে।

• • • • • • • • • • • •

মারওয়ান বারগুতিই কি ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ কান্ডারি/২

ফিলিস্তিনের যেকোনো বড় অভ্যুত্থানে কয়েক দশক ধরে একটি নাম জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়ে আসছে—মারওয়ান বারগুতি (৬৪)। হত্যাসহ একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত বারগুতি ২০ বছর ধরে ইসরায়েলের কারাগারে আটক। অথচ ফিলিস্তিনিদের বিশ্বাস, একমাত্র তিনিই প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ফিলিস্তিনকে এই অচলাবস্থা থেকে মুক্ত করতে সক্ষম। তিনিই পারেন ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা এনে দিতে। লিখেছেন **শেখ সাবিহা আলম**।

এ কপর্যায়ে ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গেও অপেক্ষাকৃত নবীন রাজনীতিকেরা দ্বন্দ্বে জড়িয়েছিলেন। একটি অধিবেশনে নবীন রাজনীতিকেরা আরাফাতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। আরাফাত তখন হামাস ও ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের কয়েক শ নেতা-কর্মীকে বোমা ছোড়ার অভিযোগে আটক করার নির্দেশ দেন।

নবীন রাজনীতিকেরা মারওয়ান বারগুতিকে গ্রেপ্তারকৃতদের নাম প্রকাশে চাপ দেন। আরাফাত এমন দাবি-দফার মুখে আগে কখনো পড়েননি। সংগঠনের নেতা-কর্মীদের তাঁর প্রতি ছিল অগাধ আস্থা। অসলো চুক্তির পর বোমা হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে যেখানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র সন্তোষ প্রকাশ করেছে, সেখানে নবীন রাজনীতিকেরা চ্যালেঞ্জ করে বসবেন—এ ছিল অকল্পনীয়।

অসলো শান্তিচুক্তির পর নতুন আশা ও স্বপ্ন দেখেছিলেন ফিলিস্তিনিরা। যদিও কোথাও কোথাও তখনো আত্মঘাতী বোমা হামলার মতো ঘটনা ঘটেছে। ইসরায়েলিদের মধ্যেও বড় অংশই এই চুক্তির বিরোধী ছিলেন।

তবে ২০০০ সালের গ্রীষ্মে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ভেস্তে যাওয়ার পর বারগুতি হতোদ্যম হয়ে পড়েন। তিনি ক্ষোভ-বিক্ষোভের পাশাপাশি নতুন ধরনের সশস্ত্র সংগ্রামপূর্ণ দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সম্ভাবনা দেখছিলেন।

ওই বছর সেপ্টেম্বরে ইসরায়েলের বিরোধীদলীয় নেতা অ্যারিয়েল শ্যারন জেরুজালেমের হারাম আল শরিফে প্রবেশ করেন, যেখানে আল আকসা মসজিদের অবস্থান। ফিলিস্তিনিরা এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বারগুতিও এবার অসলো শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যান করলেন। ২০০০ সালে তিনি দ্বিতীয় ইন্তিফাদার নেতৃত্বে দেন। তিনি অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে ইসরায়েলিদের বল প্রয়োগ করে বের করে দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নেন। অনলবর্ষী বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ করেন ফিলিস্তিনিদের। তবে তিনি ইসরায়েলের ভেতর বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

বারগুতি অভিযোগ করেন, ইসরায়েল বরাবর শান্তির চেয়ে জমিকে এগিয়ে রেখেছে। শান্তিচুক্তি ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায়ী তারাই।

দ্বিতীয় ইন্তিফাদার সময় ফাতাহর অন্যতম নেতা ও দলটির সশস্ত্র শাখা তানজিমের প্রধান হিসেবে বারগুতি ইসরায়েলি ফাঁড়ি অভিমুখে মিছিল-সমাবেশ শুরু করেন। পাল্টাপাল্টি আক্রমণ চলতে থাকে।

একই সময়ে ফাতাহ ও তানজিমের পাশাপাশি আরও বেশ কিছু সশস্ত্র গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আল আকসা মার্টার্স ব্রিগেড। ব্রিগেড ইসরায়েলি সেনা ও বসতি স্থাপনকারী ছাড়াও ইসরায়েলে বেসামরিক নাগরিকদের নিশানা করে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায়।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ বারগুতির বিরুদ্ধে এই ব্রিগেড প্রতিষ্ঠার অভিযোগ তোলে। তিনি এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও ব্রিগেডের কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২০০১ সালে বারগুতিকে নিশানা করে ইসরায়েলিরা মিসাইল ছোড়ে। একটুর জন্য তিনি বেঁচে যান, মিসাইল গিয়ে পড়ে তাঁর দেহরক্ষীর গাড়ির ওপর। এরপরই এক বিবৃতিতে ব্রিগেড জানায় বারগুতি তাঁদের নেতা।

ওই বছর এপ্রিলে বারগুতিকে রামাল্লা থেকে গ্রেপ্তার করেন ইসরায়েলি সেনারা। পরবর্তী আগস্টে তাঁকে ইসরায়েলি আদালতে প্রথমবারের মতো তোলা হয়। 'সন্ত্রাসী' সংগঠনের হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হন তিনি।

বিচার চলাকালীন বারগুতি ইসরায়েলি আদালতের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁর আইনজীবীদের যুক্তি ছিল বারগুতি কেবল একজন রাজনৈতিক নেতা। তিনিই বরং ফিলিস্তিনকে দখলে নেওয়ার দায়ে ইসরায়েলকে কাঠগড়ায় নিতে চান।

দ্বিতীয় ইন্তিফাদার পক্ষে ২০০২ সালে ওয়াশিংটন পোস্টে বারগুতির একটি মতামত প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি লেখেন, ফিলিস্তিনিদের অবশ্যই আত্মরক্ষার অধিকার আছে। তিনি আরও লেখেন, 'আমি এবং ফাতাহ (যে দলের আমি সদস্য) ইসরায়েলের ভেতরে বেসামরিক জনগণকে নিশানা করে হামলা চালানোর বিরোধী। কারণ, ইসরায়েল আমাদের ভবিষ্যৎ প্রতিবেশী। কিন্তু সেই সঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে আমি বলতে চাই, আত্মরক্ষা, ইসরায়েলি দখলদারি থেকে দেশরক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করার শতভাগ অধিকার আমার আছে।'

বারগুতির কথা ছিল পরিষ্কার। একাধিক লেখায় তিনি বলেছেন, যদি অবরুদ্ধ অবস্থায় ফিলিস্তিন ইসরায়েলের সঙ্গে সমঝোতা করবে বলে আশা করা হয়, তাহলেও ইসরায়েলের কাছ থেকে আশা করতে হবে যে ফিলিস্তিনিরা দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অব্যাহত রাখবেন। এর মধ্যেই আলোচনা চলবে।

কারাগারে থেকেও সংগঠকের ভূমিকায়

কারাগারে থেকেও বারগুতি ফিলিস্তিনের রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। ২০০৩ সালের জুনে ফিলিস্তিনে বিবদমান সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তিনি অস্ত্রবিরতি নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন। তবে যুদ্ধবিরতি স্থায়ী হয়নি। দুই মাস পর এক ফিলিস্তিনির আত্মঘাতী বোমা হামলা ও আকাশ থেকে ইসরায়েলি হামলায় হামাসের একজন রাজনৈতিক নেতা নিহত হন। ২০০৬ সালে বারগুতি প্রিজনার্স ডকুমেন্টের খসড়া প্রণয়ন করেন। সব কটি দলের কারাবন্দী নেতারা ১৯৬৭ সালের আগের সীমারেখা অনুসরণে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন ও শরণার্থী প্রত্যাবাসনের দাবি জানান।

২০০৭ সালে ফিলিস্তিনের জন্য একটি ঐকমত্যের সরকার গঠনে 'মক্কা চুক্তি' প্রণয়নেও যুক্ত হন বারগুতি।

এ সময়েই ফাতাহর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন বারগুতি। ইয়ং গার্ডের সাবেক আরও দুই সদস্য গাজার সেই শক্তিশালী মানুষ মোহাম্মদ দাহলান এবং আরাফাতের সাবেক সহযোগী জিবরিল রজবও তাঁর সঙ্গে সদস্যপদ পান। তাঁদের প্রত্যেকের বয়স এখন পঞ্চাশ ও ষাটের কোঠায়।

কারাগার থেকে মারওয়ান বারগুতির লেখা কিছু চিঠি বাইরে বেরিয়ে গেছে। সেই চিঠিতে তিনি বলছেন, ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি আপস-মীমাংসায় সংকটের সমাধান হবে না।

২০১৫ সালে গার্ডিয়ানে মারওয়ান বারগুতির যে লেখা প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি বলেন, মূল সমস্যা ইসরায়েল শান্তি প্রতিষ্ঠায় নয়, দখলে মনোযোগী। দখলকেই তারা এগিয়ে রেখেছে। আপস-মীমাংসার একটা ধুয়া তুলে তারা তাদের ঔপনিবেশিক প্রকল্পকে এগিয়ে নিচ্ছে। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র এ কথা জানে। তারপরও তারা না বোঝার ভান ধরে বসে আছে। অতীতের ব্যর্থ উদ্যোগকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হাজির করছে। বলার চেষ্টা করছে, ওই উদ্যোগ মেনে নিলেই মুক্তি ও শান্তি দুই-ই মিলবে।

বারগুতির এই দুই দশকের কারাজীবনে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের কাজটি চালিয়ে গেছেন ফাদওয়া।

বারগুতির এই দুই দশকের কারাজীবনে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের কাজটি চালিয়ে গেছেন ফাদওয়া।

বিপ্লবের সহযোগী স্ত্রী ফাদওয়া বারগুতি

দুই দশক ধরে কারাগারে থেকেও বারগুতি প্রাসঙ্গিকতা হারাননি। এই কৃতিত্বের অনেকটাই দিতে হবে তাঁর স্ত্রী আইনজীবী ও ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ফাদওয়া বারগুতিকে।

ফাদওয়া ও বারগুতি রামাল্লা শহরের বাইরে কোবার গ্রামে একসঙ্গেই বেড়ে উঠেছেন। ফাদওয়া তাঁর গ্রামে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া প্রথম নারী। ১৮ বছর বয়সে তিনি ওমেন্স ইউনিয়ন ফর সোশ্যাল ওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাকালীন সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হন। এখন এ সংগঠন পরিচালনার দায়িত্বে আছেন। সংগঠনটির কাজ ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলনে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

বারগুতি ১৮ বছর বয়সে যখন ইসরায়েলি কারাগারে ৫ বছরের জন্য জেল খাটতে যান, তখন ফাদওয়ার বয়স ১৪। কয়েক বছর পর ফাদওয়ার কাছে তিনি জেলফেরত এক ফিলিস্তিনিকে দিয়ে খবর পাঠান। তাঁকে উদ্ধৃত করে ফাদওয়া বলেন, 'সে এসে বলল, মারওয়ান বারগুতি আমাকে ভালোবাসে। সে চায় আমি যেন তার জন্য অপেক্ষা করি।'

শেষ পর্যন্ত বারগুতি যখন মুক্তি পেলেন, তখন খুবই অদ্ভুত প্রস্তাব নিয়ে এলেন। বললেন, তিনি টাকাপয়সা, ধনদৌলত, বাড়িঘর বোঝেন না। তিনি তাঁর হৃদয় ফিলিস্তিনের মুক্তি আন্দোলনের কাছে সঁপে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন, যখন ফিলিস্তিন মুক্ত হবে, তখন তাঁরা একটি সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন কাটাবেন। কিন্তু ফাদওয়াকে ফিলিস্তিন মুক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। প্রস্তাবটি ভেবে দেখার জন্য এক সপ্তাহ সময়ও দিলেন।

ফাদওয়া কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে একমুহূর্তও দেরি করেননি। তিনি বলেন, 'আমার এক সপ্তাহ সময় লাগবে না। ফিলিস্তিন শুধু তোমার না, আমারও, আমাদের সবার। ফিলিস্তিনিদের মুক্তির এই আন্দোলনে আমি আমৃত্যু তোমার পাশে থাকব।' এই দম্পতি চার সন্তানের মা-বাবা। একটি সন্তান জন্মের সময়ও ফাদওয়া বারগুতিকে কাছে পাননি।

বারগুতির এই দুই দশকের কারাজীবনে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের কাজটি চালিয়ে গেছেন ফাদওয়া। তাঁর মারফতই বারগুতি জানিয়েছেন, তিনি এখন সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধের পক্ষে। ২০১৭ সাল থেকে বিভিন্ন কারাগারে বারগুতি বন্দীদের নিয়ে অনশন করেছেন। এ নিয়ে দ্য নিউইয়র্ক টাইমসে অতিথি কলামে বারগুতি লিখেছেন। সহযাত্রী হিসেবে পাশে পেয়েছেন স্ত্রী ও অগণিত ফিলিস্তিনিকে।

গত আগস্টে ফাদওয়া বারগুতি যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ কূটনীতিক, আরব বিশ্ব ও ইউরোপীয় বেশ কিছু দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসেন। বারগুতি যেন প্যালেস্টিনিয়ান অথরিটির প্রধান আব্বাসের পর দায়িত্ব নিতে পারেন, তা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন। এসব বৈঠকে জর্ডান ও মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আরব লিগের মহাসচিবেরাও ছিলেন। তবে বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে প্রকাশ্যে কিছু জানানো হয়নি।

এখন কী

নেতানিয়াহু ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বারগুতি মুক্তি পাবেন—এ এক দুরাশা। কিন্তু একটা সময় তো আরাফাতের দেশে ফেরাও সমান অসম্ভব ছিল।

দুই দশক ধরে সব কটি মতামত জরিপে কারাবন্দী বারগুতি ফিলিস্তিনিদের কাছে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম। দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে তাঁর মিলে খুঁজে পান ফিলিস্তিনিরা। একটি স্বাধীন-নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে ফিলিস্তিনি এই ম্যান্ডেলার জয় ঠেকিয়ে রাখা হবে অসম্ভব। কারণ, বহুধাবিভক্ত ফিলিস্তিনে বারগুতি একজন মধ্যপন্থী নেতা। ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী কিংবা ইসলামপন্থী—দুদলের সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্বের সূত্রপাত কারাগারে। পশ্চিমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বে নাখোশ হামাসও বারগুতির মুক্তি চায়। এ কথা বলার কারণ, পশ্চিমাদের মধ্যেও বারগুতির বন্ধু আছেন।

মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটের জ্যেষ্ঠ ফেলো খালেদ এলগিনদি বলেন, ফিলিস্তিনের বাস্তবতা বিবেচনায় নিলে এই মুহূর্তে মারওয়ান বারগুতির মুক্তি গুরুত্ব বহন করে। সবদিক থেকে বারগুতি একজন সম্মানীয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। তিনি একতার প্রতীক। আর এই মুহূর্তে ঐক্যটাই সবচেয়ে জরুরি।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমস, গার্ডিয়ান, আল-জাজিরা, লু মন্দ, ওয়াশিংটন পোস্ট অবলম্বনে লেখা।

সৌ: প্র: আ:

সমাপ্ত

ইরানের কারণে কি গাজার পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে

এমিল হোকেয়েম

গত শনিবার রাতে ইসরায়েলের ওপর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ইরানি হামলা ঠুংঠুং আওয়াজ তুলে শুরু হয়েছিল, যা শেষ হয় প্যানপ্যানানি দিয়ে। কয়েক শ ড্রোন ও ব্যালাস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইসরায়েলে আঘাত হানার আগেই জাতিসংঘে তেহরানের কূটনীতিক বিবৃতি দিয়ে এই পর্বের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ইরান থেকে দ্রুতবেগে নিক্ষিপ্ত এসব অস্ত্রকে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন ও ইসরায়েলের আকাশেই রুখে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় একটি আন্তর্জাতিক জোটের মাধ্যমে। কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া যায়নি। তবে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ চলাকালে এটা ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক পদক্ষেপ। গত বছরের ৭ অক্টোবরের পর ইরান ও ইসরায়েলের সম্পর্ক ক্রমেই খারাপের দিক যাচ্ছিল। একটি জটিল ও চড়াবাজির ছায়ামুষ্টিযুদ্ধে ইসরায়েল ক্রমাগত ইরানের মুখমণ্ডল রক্তাক্ত করছিল আর ইরান অনেকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এ পাশ থেকে ও পাশ কাটাচ্ছিল কোনো মুষ্টাঘাত করা এড়িয়ে।

এটা ইরানের জন্য কঠিন সময়। গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের অবস্থান নিচু হতে থাকা, পশ্চিমা বিশ্বের নৈতিকভাবে বিব্রত হওয়া ও আরবদের ক্ষোভকে তেহরান উপভোগ করছে। তুলনামূলক সংযত আচরণের মধ্য দিয়ে ইরান প্রতিবেশীদের কাছ থেকে মূল্যবান সুনাম কুড়িয়েছে যা আংশিকভাবে হলেও দেশটিকে দীর্ঘদিন ধরে একঘরে হয়ে পড়া থেকে বের করে এনেছে। তবে এসব অর্জন ভঙ্গুর। ইরানের শাসকগোষ্ঠী ভালো করেই জানে যে ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ বাধলে তা শুধু তাদের আঞ্চলিক অবস্থানকেই নস্যাৎ করে দেবে না, বরং এতে যুক্তরাষ্ট্র জড়িয়ে পড়বে যা আখেরে তাদের ক্ষমতাচ্যুতির কারণ হতে পারে।

শনিবার রাতের আক্রমণ অবশ্য ইরান ও তার অংশীদারদের জন্য যথেষ্ট ভিডিও ফুটেজ বানিয়ে দিয়েছে, যা তারা তাদের প্রচারণায় বেশ খুশির সঙ্গেই ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু এ মাসের প্রথম দিকেই দামেস্কে ইরানি দূতাবাসে ইসরায়েলি হামলার পর অপমানের জবাব দিতে ইরানের এই প্রতিক্রিয়া কৌশলগতভাবে তেমন

সন্তোষজনক কিছু হয়নি। ইরান এখন জঙ্গি সহযোগীদের ওপর নির্ভর করার সীমাবদ্ধতা দেখতে পাচ্ছে। এটা শুরু হয়েছিল গাজায় হামাসের (ইসরায়েলের সঙ্গে) বিরাট এক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে আর তা ঘটে ইরানের অজ্ঞাতে। ইসরায়েলের প্রচণ্ড আঘাত ইরানের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বল্প মাত্রার আগ্রহের সঙ্গে বহুল আলোচিত 'প্রতিরোধের অক্ষে'র আগ্রাসী অবস্থানের ব্যাপক অমিল তুলে ধরেছে। গত কয়েক মাসে সিরিয়া ও লেবাননে ইসলামিক রেভল্যুশন গার্ড কোরের (আইআরজিসি) একাধিক সিনিয়র কমান্ডারকে হত্যা করেছে ইসরায়েল। এসবের কোনো পালটা জবাব না দেওয়া ইরানের উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বাহিনীকে ভীত করেছে বৈকি! অবশ্য এখন দায়দায়িত্ব ইসরায়েলে কাঁধে এসে পড়েছে। দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বেশ ভালোভাবেই কাজ করেছে, যা জনগণকে আশ্বস্ত করেছে। পাশাপাশি জবাব দেওয়ার জন্য হাতে সময়ও করে দিয়েছে। ইসরায়েলি সেনা কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে এক 'নজীরবিহীন মাত্রা'য় জবাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য এটা সব যোগ-বিয়োগ শেষে একটি জয় হিসেবেই দাঁড়াচ্ছে। গাজায় নৃশংসতা চালানোর জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে বেড়ে চলা তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ার পর এখন ইরানি হামলা তাঁর জন্য পশ্চিমা সমর্থন জোরদার করছে। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো এটাই যে 'এই দফা পার পেয়ে গেছে', ইসরায়েলের এহেন ভাবনা দেশটির ঝুঁকি এড়ানোর মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে। এটাও সম্ভব যে নেতানিয়াহু ওয়াশিংটনকে বলবেন, 'যদি আমাদের ইরানে হামলা চালাতে না দাও, তাহলে গাজার দক্ষিণে রাফায় অভিযান চালাতে বাধা দিয়ো না।' কিন্তু ইসরায়েলের এই সাফল্য এসেছে ইরানের যথেষ্ট হুঁশিয়ারি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জর্দান ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সহায়তায়। যেসব মিত্রদেশকে ইসরায়েল গত কয়েক মাসে অপমান করে এসেছে, সেই সব দেশের ওপরই যে তার নিরাপত্তা বহুলাংশে নির্ভরশীল, এ ঘটনায় তা ফুটে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসক কোনো বড় ধরনের যুদ্ধ চায় না এবং নেতানিয়াহুর রণকৌশল পরিচালনা নিয়ে উদ্বিগ্নও বটে। আরব নেতারাও স্বল্প মেয়াদে ইরানের চেয়ে ইসরায়েলের যুদ্ধমান নিয়ে বেশি চিন্তিত। তাঁরা জানেন যে ইসরায়েল যদি ইরানি সশস্ত্র বাহিনী, সামরিক ঘাঁটি বা পারমাণবিক স্থাপনায় বড় ধরনের হামলা চালায়, তাহলে তেহরান ও তার মিত্রদের বাধ্য করা হবে সব ধরনের সংযত অবস্থান ছুড়ে ফেলতে। সামরিকভাবে অকার্যকর হওয়ার পরও ইরানি হামলাকে পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া হবে ভুল। ১৯৯১ সালের পর এই প্রথম ইসরায়েল সরাসরি অন্য কোনো দেশ থেকে আক্রমণের মুখে পড়েছে। ইরানও এ থেকে শিক্ষা নেবে। ইরান এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে সে পরোক্ষভাবে বিকল্প শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং সরাসরি জবাব দিতে পারে। হামলার পর দেশটি মিশ্র বার্তা দিয়েছে। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিরতি দেওয়ার কথা বলেছেন। আইআরজিসি 'একটি নতুন সমীকরণ রচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া'র কথা ঘোষণা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাধা দেওয়ার সক্ষমতা সামান্য হলেও ক্ষয় হয়েছে। সে আগাম গোয়েন্দা বার্তা জনসম্মুখে জানান দিয়েও ইরানকে নিবৃত্ত করায় সফল হয়নি। তবে এতকিছুর মধ্যে গাজার ফিলিস্তিনিরা আরও কোণঠাসা হয়ে গেল। তাদের জন্য যে সক্রিয় সমর্থন গড়ে উঠছিল, ইরানের হামলায় তা দুর্বল হতে পারে, তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি ও বৃহত্তর মানবিক সহায়তা প্রদানের দাবি বিশ্বমঞ্চে পিছিয়ে পড়তে পারে। অথচ এগুলো বেশ জোরদার হয়ে উঠছিল। ইসরায়েলি জিম্মি মুক্তির সমঝোতা এমনিতেই থমকে আছে, এখন তা স্থগিত হয়ে যেতে পারে। যতক্ষণ ওয়াশিংটন গাজায় যুদ্ধবিরতিকে বিপজ্জনক আঞ্চলিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে, ততক্ষণ পরিস্থিতি খারাপের দিকেই যাবে।

এমিল হোকেয়েম লন্ডনভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের আঞ্চলিক নিরাপত্তাবিষয় পরিচালক। লেখাটি ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস থেকে বাংলায় রূপান্তর

প্রথম নজর

তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ‘সর্ষে ইলিশ’ চেটেপুটে খেলেন গুজরাতি ইউসুফ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কান্দি

আপনজন: সোমবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান সকাল থেকে কান্দি বিধানসভা এলাকায় প্রচারে বের হন। এদিন তার প্রচারের সঙ্গী ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকারের দাদা কান্দি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি পার্থপ্রতিম সরকার। তারই উদ্যোগে ইউসুফ পাঠানের জন্য বাঙালি ভোজের আয়োজন করা হয় নববর্ষের পরের দিন। গুজরাটের পাঠান ইউসুফ খান বেশ কয়েকদিন ধরে বঙ্গে প্রচারে এসে বাঙালি খাবার রপ্ত করে নিয়েছেন। এদিন সরু চালের সাদা ভাত মসুর ডাল পটল পোস্ত দেশি মুরগির মাংসের পাশাপাশি তার জন্য রান্না করা হয়েছিল সর্ষে ইলিশ। এছাড়া ছিল উচ্ছে পটল আলু এবং ঢেঁড়স ভাজাও। প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল এসবের পাশাপাশি পেঁয়াজ ও শশার স্যালাড। বেশ তৃপ্তি সহকারে কম মসলায় তৈরি করা সেই রান্না, খান ইউসুফ পাঠান। চেটেপুটে খান সর্ষে ইলিশ। তার ভীষণ পছন্দের মসুর ডাল আর ইলিশ মাছের পদ পেয়ে তিনি খুব খুশি হন। খাবার শেষে মুখ মুছতে মুছতে ইউসুফ পাঠান বলেন বাংলা ও বাঙালিআনার সঙ্গে তার যোগাযোগ দীর্ঘদিনের। কলকাতাতে নাইট রাইডার্স খেলেছেন অনেকদিন। তাই নাইট রাইডার্স খেলার সুবাদে বাঙালি খাবারের সঙ্গে তার পরিচিতি আগেই হয়েছে। এ দিনের এই মধ্যাহ্ন ভোজন প্রসঙ্গে ইউসুফের মন্তব্য, ‘ কোন কথা নয়, জাস্ট লা জবাব’। সুদূর গুজরাটের বাসিন্দা হয়েও বাঙালি খাবারের তিনি যে কত বড় ভক্ত ,সোমবার দুপুরে কব্জি ডুবিয়ে তৃপ্তি সহকারে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজন করে, তা প্রমাণ করে দিলেন ইউসুফ পাঠান।

মিড ডে মিলে চিলি চিকেনে তৃপ্তিতে ভোজ

পারিজাত মোল্লা ● মঙ্গলকোট

আপনজন: বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্যের স্কুলগুলিতে মিড ডে মিলে পড়ুয়াদের পাতে রকমারি বিভিন্ন ধরনের খাবার ছিল। সোমবার বাংলা নববর্ষের দ্বিতীয় দিনে স্কুলের পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে । স্কুলগুলিকে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকারের মিড ডে মিল দপ্তরের উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে ১৫ই এপ্রিল মিড ডে মিলে বিশেষ মেনু পরিবেশন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মতো পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের ২৪০ টি বিদ্যালয়ে রকমারি মেনুর সমাহার। পড়ুয়াদের পাতে ফ্রাইড রাইস থেকে শুরু করে চিলি চিকেন, মাংস, মাছ, ডিম, দই, পাপড় ও রসগোল্লার ছড়াছড়ি । মঙ্গলকোটের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নিজস্ব কিচেন গার্ডেন থেকে উৎপন্ন সবজি পড়ুয়াদের পাতে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র স্পেশাল ডে নয় সারা বছরই পড়ুয়ারা যাতে সতেজ এবং উন্নত মানের সবজি খেতে পারে তাই বিভিন্ন বিদ্যালয় বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। মঙ্গলকোটের মাজিগ্রাম বিশ্বেশ্বরী বিদ্যালয়ের কিচেন গার্ডেন এক অন্যতম নিদর্শন রাখে। শুধুমাত্র শাক সবজি নয় পাশাপাশি বিভিন্ন ফলের গাছ থেকে শুরু করে মশলাপাতি ও ঔষধপত্রের গাছে ভরপুর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। শিশুরা যাতে গাছ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ বিদ্যালয়ের চত্বরে দেখা যায় । মঙ্গলকোটের বিদ্যালয় গুলি কি রকম খাবার শিশুদের পরিবেশন করছে তা তদারকিকরতে হাজির হন যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অনির্বাণ সাহা, মঙ্গলকোট ডি.ই.ও কুন্দন দাস সহ প্রমুখরা। এদিন সরিজমিনে তদারকি করেন। মাজিগ্রাম বিশ্বেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত কুমার সাহা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ ছিল আজকের দিনে বাচ্চাদের খাদ্য তালিকায় নিত্যনতুন কিছু থাকার। সেইমতো আমরা বাচ্চাদের খাদ্য তালিকায় অন্যান্য দিনের তুলনায় এই বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা।

ঈদ, নববর্ষে রক্তদান শিবির

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: রক্ত সংকটের কথা মাথায় রেখে ঈদ ও নববর্ষ উপলক্ষে সমাজসেবী সফিউদ্দীন মিদ্দের উদ্যোগে এবং দেউলা সাউথ সেন্টাল নেশ্যানাল কেজি স্কুল ও মালদহ কালিয়াচক টার্গেট পয়েন্ট স্টাডি সার্কেলের বিশেষ সহযোগিতায় ইসরাত জাহান ও রইচ আলী মিদ্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দেউলায় রক্তদান শিবির হয়। শিবিরে প্রতিবন্ধীদের কৃত্রিম হাত পা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এদিন রক্তদান শিবির এ প্রায় ৫০ জন পুরুষ ও মহিলা স্বেচছায় রক্তদান করেন এবং কৃত্রিম উপায়ে ১৫ জনকে হাত পা লাগিয়ে দেওয়া হয়।
উপস্তিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার প্রেস কর্নারের সভাপতি তথা সবার খবর পত্রিকার সম্পাদক কিংশুক ভট্টাচার্য, মালদহ টার্গেট পোয়েন্ট স্টাডি সার্কেল স্কুলের অধ্যক্ষ সেলিম রাজ্জাক, বিশিষ্ট সমাজসেবী ইসলাম,স্থানীয় মেম্বার জুব্বার মোকামি,জয়ন্ত কয়াল, তাপস চৌধুরী প্রমুখ।

পণের দাবিতে স্ত্রীকে মারধর!

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: বীরভূমের মল্লারপুর থানার রুকুনপুর গ্রামের তাজকেরা বিবির বিবাহ হয়েছিল মল্লারপুর থানার উপর কেন্দ্রেরা গ্রামের রওশন আলীর সঙ্গে। তাজকেরা বিবির পরিবারের অভিযোগ, দীর্ঘদিন তাজকেরা বিবিকে নির্যাতন করত তার স্বামীর রওশন আলী। শারীরিক নির্যাতন মানসিক নির্যাতন করত। কখনো বিড়ি বা সিগারেটের আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতো শরীরে। আবার কখনো কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগাবার চেষ্টাও করে। এছাড়াও তাজকেরা বিবিকে চাপ সৃষ্টি করে তার বাবার বাড়ির জমি জায়গা ভাগ নেওয়ার জন্য। এ অশান্তির সহ্য করতে না পেরে তাজকেরা বিবি তার পরিবারকে জানাই। এবং গ্রাম্য ফয়সালা মাধ্যমে তাকে নিয়ে চলে আসে রুকুনপুর নিজ বাবার বাড়িতে। এর পরে রওশান আলী কর্মসূত্রে গ্রাম থেকে ভিন রাজ্যে চলে যায়। এক বৎসর পর বাড়ি ফিরে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মারধর শুরু করে।

৬২ টি পথবাতি আজও জ্বলেনি, সমালোচনার মুখে পড়ল বিজেপি

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: উদ্বোধন হওয়ার পরেও পথ বাতিতে জ্বলেনি আলো, এক মাসেরও বেশি সময় ধরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে গোটা এলাকা। ভোট নেওয়ার জন্য জেনারেটর দিয়ে নামে মাত্র উদ্বোধন। দুর্নীতি ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয়নি কটাক্ষ কংগ্রেস এবং তৃণমূলের। যদিও পাল্টা সাফাই দিয়েছে উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির বিদায়ী সাংসদ তথা প্রার্থী খগেন মুর্মু। আর লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানৌউত্তর। উল্লেখ্য, গত মার্চ মাসের ১৩ তারিখ বিজেপির উত্তর মালদহ লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা প্রার্থী খগেন মুর্মু ও বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা সহ জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে পুরাতন মালদহের ভাবুক অঞ্চলের আট মাইল এলাকায় ৩৪ নং জাতীয় সড়কের মাঝ বরাবর পথ বাতি উদ্বোধন করেন। তবে আশ্চর্যের বিষয় উদ্বোধনের দিনেই শুধু আলো জ্বলেছে, এক মাসেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত ঘুটঘুটে অন্ধকার দীর্ঘ ২ কিলোমিটার জুড়ে গোটা এলাকা চত্বর। যার ফলে সমস্যায় এলাকাবাসী থেকে শুরু করে পথ চলতি মানুষ। অত্যন্ত জনবহুল ব্যস্ততম এলাকা যেকোনো সময় দূর্ঘটনা, চুরি, ছিনতাইয়ের মতো নানান ঘটনা ঘটে থাকে। যার কারণে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী ৩৪ নং জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ আট মাইল স্ট্যান্ড এলাকায় জাতীয় সড়কের মাঝ বরাবর ৬২ টি পথ বাতি ২ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আলোকময় করার জন্য কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রীর চার কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ৬২ টি পথ বাতি নির্মাণ করেন। কিন্তু হয়েছে উদ্বোধন এখনো পর্যন্ত জ্বলেনি আলো, ভোটের আগে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে জেনারেটর দিয়ে নামে মাত্র উদ্বোধন বিজেপির সাংসদ বিধায়কের। এ বিষয়ে তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি দিলীপ হেমব্রম বলেন, বিজেপির সাংসদ বিধায়কের কাজ হল শুধু উদ্বোধন করা। যেখানে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ উদ্বোধন করবেন সেখানে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোট নেওয়ার জন্য তারা উদ্বোধন করেছেন। তবে এখনো পর্যন্ত আলো জ্বলছে না কতটা দূর্নীতি হয়েছে তা স্পষ্ট। ব্লক কংগ্রেসের যুব সভাপতি বাপি শেখের কটাক্ষ, বিজেপি উদ্বোধনের নামে ভন্ডামি করছে। পাল্টা উত্তর মালদহর বিজেপির বিদায়ী সাংসদ তথা প্রার্থী খগেন মুর্মুর অভিযোগ, রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ পরিষেবা না দেওয়ার কারণে জ্বলছে না আলো। এর জন্য পুরোপুরি দায়ী রাজ্য সরকার।

বরাদ্দ হলেও পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা হল না!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়ার আঁধারথোল গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুনগ্রামে একটি জনবহুল এলাকার কাঁচা রাস্তা পথশ্রী প্রকল্পে কংক্রিটের পাকা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। রাস্তাটি মাপজোখও হয়। কিন্তু তারপর আর কাজ হয়নি। আঁধারথোল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ স্থানীয়দের একাংশের দাবী নতুনগ্রামের রাস্তার জন্য বরাদ্দ অর্থে বরাত পাওয়া ঠিকাদার কংক্রিটের রাস্তা তৈরী করেন পার্শ্ববর্তী পাহাড়পুর গ্রামে। আর এতেই ক্ষোভের পারদ চড়তে থাকে নতুনগ্রামে। নতুনগ্রামের বাসিন্দাদের দাবি শুধুমাত্র জমির প্রোমোটারদের স্বার্থ রক্ষা করতে পঞ্চায়েত সমিতির মদতে বরাত পাওয়া ঠিকাদার নতুনগ্রামের জনবহুল রাস্তা ছেড়ে পাহাড়পুর গ্রামে ফাঁকা জায়গায় থাকা একটি মেঠো রাস্তা কংক্রিটের করে দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় আঁধারথোল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃনমূল উপ প্রধান প্রতিবাদ জানালে ওই উপ প্রধানকে টেলিফোনে হুমকী দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। বাঁকুড়া সদর থানার দ্বারস্থ হয়ে বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েতের উপ প্রধান লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন। বাঁকুড়া এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মদতের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দাবি আঁধারথোল গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূল গড়লেও সংরক্ষণের গেরোয় পড়ে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজেপির।

মিড ডে মিলে ফ্রায়েড রাইস, রসগোল্লা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান সংগঠিত হয় তার সঙ্গে ছাত্র ছাত্রীদের সাস্থ্য পরীক্ষা ও মিড ডে মিলে রাজ্যে সরকারের ঘোষণা মতে ফ্রায়েড রাইস , চিকেন কারি ও রসগোল্লা দেওয়া হয়। স্বাগত ভাষণ দেন প্রধান শিক্ষক ড. সুভাষচন্দ্র দত্ত। তিনি বলেন বিদ্যালয়ে এই সমবেত অনুষ্ঠানগুলি পড়ুয়া ও শিক্ষকদের মধ্যে বন্ধনকে নতুনভাবে সুদৃঢ় করছে ও এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্প্রতিষ্ঠিত করছে। বিশেষ অতিথি ড. রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যা লালন করবে তা অবশ্যই পালন করবে। ড. দীপান্বিতা মালিক স্বাস্থ্য ও সদাচারের মৌলিক অভ্যাসের ওপর জোর দেন। শিক্ষক বাসুদেব মণ্ডল উপনিষদের অনুপ্রেরণামূলক গল্প শোনান। গান শোনান শিক্ষক কমল সাহা, শিক্ষিকা সুনীতা সাহা। শিক্ষিকা অনন্যা ঘোষ, ছাত্রী মুনমুন আর তানিয়ার নাচে, সোহিনী আর মৌসুমির গানে, সুরজের আবৃত্তিতে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষক সামিম মণ্ডল।

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে প্রকাশ্যে হুমকি, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: প্রকাশ্য আগ্নেয়াস্ত্র বার করে কয়েকজন ব্যক্তিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে রবিবার রাতে এক যুবককে গ্রেফতার করল মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। মুর্শিদাবাদের শিরোনামে সামশেরগঞ্জ কখনো হিরোইন উদ্ধার জাল নোট উদ্ধার কখনো গাজা উদ্ধার কখনো বোমা উদ্ধার এবং বোমা বাঁধার মসলা উদ্ধার কখনো আবার আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়। কখনো আবার বম ও গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে থাকে, ১২-ই মার্চ পুরনো ডাকবাংলায় মুরগীর দোকানে প্রকাশ্য দিবালোকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় এক ব্যক্তিকে আর সেই ঘটনার আঁচ কাটতে না কাটতে প্রকাশ্য দিবালোকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই রাতে নড়েচড়ে বসে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। রাতেই গ্রেফতার করা হয় ওই যুবককে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার আনন্দ রায় বলেন, ধৃত যুবকের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। সেটি আসল না নকল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

সমুদ্রে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা মৎস্যজীবিদের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: শুরু হয়ে গেল মৎস্যজীবিদের সমুদ্রে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা।জারি করা হয়েছে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা। ফলে এখন আর মৎস্যজীবীরা টানা দু'মাস সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারবেন না। আর তাই এখন ফিশিং হারবার গুলি বা মৎস্য বন্দরগুলিতে মৎস্যজীবীদের কোলাহল একেবারে নেই। যেন সবকিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে।সুন্দরবনের রায়দীঘি, পাথরপ্রতিমা, মৈপীঠ, নামখানা, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবারের ঘাটে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাছ ধরার ট্রলারগুলি।এবছর ১৪ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ৬১ দিন এই ফিশিং ব্যান পিরিয়ড অর্থাৎ মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা চলবে। এই সময়কালের মধ্যে মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারবেন না। সমুদ্রতট থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মাছ ধরার উপর সমস্ত রকমের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। মূলত মাছের প্রজনন এবং উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে এই ফিশিং ব্যান পিরিয়ড জারি করা হয়। এই সময়ের মধ্যে মাছেরা নিশ্চিন্তে সমুদ্রে বিচরণ করতে পারে।

এসআইও-র অনলাইন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার শিক্ষার সার্বিক অবস্থা ও উন্নয়নের স্বার্থে গবেষণামূলক স্টাডি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে জেলার শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা ও ভাবনার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে এসআইও দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা একটি অনলাইন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতে চলেছে। সোমবার জেলা অফিস বহরমপুর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনলাইন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। প্রবন্ধের বিষয়ঃ “ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পীঠস্থান মুর্শিদাবাদের শিক্ষাগত অবস্থান ।” প্রবন্ধটি অনধিক ১০০০ শব্দে লিখে ৩১ শে মে এর মধ্যে সংস্থার আইডিতে মেইল করতে হবে। প্রথম পুরস্কার ৪০০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০০ টাকা, তৃতীয় পুরস্কার ২০০০ টাকা। অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রীদের বয়স সীমা অনূর্ধ্ব ৩০ বছর। siosouthmurshidabad@gmail.com মেইল আইডিতে ফলাফল জানা যাবে SIO South Murshidabad ফেসবুক পেজ থেকে। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসআইও-র রাজ্য সভাপতি সাইদ বি এস আল মামুন, দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি জয়নাল আবেদিন, জেলা সম্পাদক মতিরুল রহমান, শিক্ষাঙ্গন সম্পাদক আমির চাঁদ খাঁন, মুক্তাদির হোসেন, হাসানুল্লাহ সাহেব প্রমুখ। সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়নাল আবেদিন জেলার সকল ছাত্রছাত্রীদের এই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন - একসময়ের বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির একটি সমৃদ্ধশালী কেন্দ্র । কিন্তু পরিতাপের বিষয় বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্মসংস্থান সর্বক্ষেত্রে চরম বঞ্চনার শিকার।

‘শব্দের জাদুকর’ সম্মান প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: গত ১৪ই এপ্রিল শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হলো অনুরাগ প্রকাশনীর কর্ণধার বিপ্লব পালের আয়োজিত নববর্ষ উৎসব। খ্যাতি নামা অভিনেত্রী পায়েল সরকারের হাত দিয়ে সাহিত্য সম্মান “শব্দের জাদুকর অ্যাওয়ার্ড “২০২৪ প্রদান করা হয়েছে। এই সাহিত্য সম্মান পেয়েছেন সুচিত চক্রবর্তী ,মৃণাল কান্তি দে, কৌশিক গাঙ্গুলী ,রণিত ভৌমিক ,পারমিতা মন্ডল, সাধন ভাদুড়ী , সুনন্দিতা সেনগুপ্ত প্রভৃতি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, অরুনিমা চ্যাটার্জী ,সোমা নায়েক ও কবি কৌশিক গাঙ্গুলী।
নববর্ষে উপলক্ষে বাইশটি নতুন বই অনুরাগ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

ডিহাইড্রেশন রুখতে খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে চালু হল ‘ওয়াটার বেল’

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সকাল থেকে গুমোট আবহাওয়া। সেইসাথে প্রতিদিন প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বাড়ছে তাপপ্রবাহ।এনিয়ে সরকারি ভাবে সতর্কতা জারি হয়েছে। মানুষের জীবন নাভিশ্বাস হয়ে উঠছে। নাজেহাল হয়ে পড়েছে জনজীবন। এই পরিস্থিতিতে বাচ্চারা স্কুলে গিয়ে যাতে কোনো রকম শারীরিক সমস্যার মধ্যে না পড়ে, সেই লক্ষ্যেই বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকের একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চিন্তা ভাবনা থেকে শুরু হয় ওয়াটার বেল কর্মসূচি। প্রচন্ড গরমে শরীরের জলের কোনরকম ঘাটতি হলেই ডিহাইড্রেশন দেখা যায়।আমাদের শরীরের ৬০ শতাংশই জলীয় পদার্থ। শরীরে জলের অভাব হলেই বিপাকীয় প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। প্রচন্ড গরমে শরীর থেকে ঘাম নির্গত হওয়ার ফলে শরীরে জলের পরিমাণ কমে আসে। পাশাপাশি মল-মূত্র ত্যাগ করার সময়ও শরীরের মধ্যে জলের পরিমাণ কমে যায়। শরীরে এই জলের ঘাটতি সময় মতো পূরণ না হলেই দেখা যায় ডিহাইড্রেশন । আর প্রচন্ড গরমে ডিহাইড্রেশন রুখতে ঘন ঘন জলপানের প্রয়োজন হয়। সেই লক্ষ্যে স্কুলের ক্ষুদে পড়ুয়ারা যাতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জল পান করার সুযোগ পায়, সেই লক্ষ্যেই বীরভূমের রাজনগর ব্লকের খাসবাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুদরত আলী খানের উদ্যোগে ওয়াটার বেল কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ বলে জানা যায়। নিয়ম শৃঙ্খলা হিসেবে বলা হয়েছে যে, বিদ্যালয় চলাকালীন প্রতি একঘন্টা অন্তর ওয়াটার বেল বাজবে। ঠিক তখনই প্রতিটি শ্রেণীকক্ষের বাচ্চারা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে জলপান করবে। উদ্দেশ্য,এই গ্রীষ্মে বাচ্চাদের শরীরে যেন কোনোরকম জলের ঘাটতি না দেখা দেয়। এই সুঅভ্যাসের ফলে বিদ্যালয়ের সাথে সাথে বাড়িতেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর তারা জলপান করবে সে কথাই জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কুদরত আলী খান। তিনি আরও জানান এটা ভিন রাজ্যের বিদ্যালয়ে এরূপ ওয়াটার বেল চালু হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে সেটা দেখে এবং অনুপ্রাণিত হয়ে বিদ্যালয়ের মধ্যে কর্মসূচি গ্রহণের কথা মাথায় আসে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরাও এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেন যার প্রেক্ষিতে কাজটি করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। উল্লেখ্য, জেলার মধ্যে সম্ভবত এটাই প্রথম ওয়াটার বেল কর্মসূচি চালু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

নির্বাচনে আগে চন্দননগরে খুলল ভোটের দোকান!

জিয়াউল হক ● হুগলি

আপনজন: ভোটের আগে খুলল ভোটের দোকান, চন্দননগর স্ট্যান্ডে রানিঘাট সংলগ্ন এলাকায় উদ্বোধন হয়ে গেল নির্বাচনী সহায়তা কেন্দ্র, যার ছোট করে নাম দেয়া হয়েছে ভোটের দোকান। সোমবার চন্দননগর রানী ঘাটে হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চন্দননগর মহাকুমা অন্তর্গত নির্বাচনী সহায়তা কেন্দ্র উদ্বোধন করলেন হুগলীর জেলা শাসক মুক্তা আর্য্য। আসন্ন নির্বাচনকে মাথায় রেখে সাধারণ মানুষের নির্বাচনী সহায়তা জন্য সব রকম সহযোগিতার কেন্দ্র ও ভোটের দোকান নামক এই কেন্দ্রে সমস্ত রকম ভোট সংক্রান্ত তথ্যসূচি সহ ভোট দেওয়ার জন্য এটি প্রচারমূলক একটি উদ্যোগ। সাধারণ মানুষকে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন ও ভোট শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যই এই কেন্দ্র গড়ে ওঠার মূল লক্ষ্য। “ভোট আমার গণতান্ত্রিক অধিকার স্থাপনের চাবিকাঠি,ভোট দেব দেশ গড়বো” এই স্লোগানকে লক্ষ্য করে আজকের এই প্রচার ও নির্বাচনী সহায়তা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হল হুগলি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৫৫ লাখ টাকার চোলাই উদ্ধার হাওড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: নববর্ষের ভোর রাত থেকে আবগারি দফতরের হানাতে নদী আর রাজপথ থেকে প্রায় ৫৫ লাখ টাকা চোলাই ও চোলাই তৈরির সামগ্রী উদ্ধার করল আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা। হাওড়া গ্রামীণ জেলার আবগারি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পলাশ বিশ্বাসের নেতৃত্বে গোটা হাওড়া গ্রামীণ জেলা জুড়ে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণের চোলাই মদ।এ প্রসঙ্গে আবগারি দপ্তরের আধিকারিক ইন্দ্রজীৎ মিত্র জানান,বিপুল পরিমাণে চোলাই মদ উদ্ধারের জন্য সাহায্য নেওয়া হয়েছিল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডুবুরিদের, যাঁরা রূপনারায়ণের গর্ব থেকে তুলে আনে ১০ হাজার লিটার মদ! যার বাজার মূল্য প্রায় ৫০ লাখ টাকার চোলাই মদ। আবগারি বাহিনীর টহলরত আধিকারিকগণ একটি মারুতি ভ্যান থেকে ৫০০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধার করে।

মাদ্রাসার খুদে পড়ুয়াদের নববর্ষে পায়েস

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● বাঁকুড়া

আপনজন: দুদিন আগেই স্কুল দপ্তরের আদেশ অনুযায়ী নববর্ষে ছাত্রছাত্রীদের মিষ্টি করার জন্য নির্দেশ দেন। নববর্ষ রবিবার হওয়ায় সোমবার দেওয়া হয় সেই মিষ্টি। বাঁকুড়া জেলার বগডহরা সিদ্দিকীয়া মডেল হাই মাদ্রাসায় দেখা গেল সেই চিত্র।
এদিন সকল ছাত্রছাত্রীদের পাতে ডবল ডিম,পায়েস,ডবল মিষ্টি, চাটনি ইত্যাদি খাবার দেওয়া হয় এহেন খাবার পেয়ে ক্লাস সেভেনে এক ছাত্রী ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। ধন্যবাদ জানান মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মিরাজুল ইসলামও।

‘আয়ম্য’ র বসন্তোৎসব সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার কলেজ স্কোয়ার স্থিত বেঙ্গল থিওসফিকাল সোসাইটির সভাগৃহে উন্মোচিত হলো কবি ও লেখক শুভজিৎ মুখার্জি সম্পাদিত ‘আয়ম্য’ পত্রিকার ‘বসন্তোৎসব সংখ্যা’১৪৩০। দ্বিতীয় বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি সুভাষ সরকার, কবি আরণ্যক বসু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা রানা দেবদাস, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপক জাতীয় শিক্ষক শ্রী চন্দন মিশ্র, ভাষাবিদ প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষাবিদ শুভেন্দু কাঞ্জিলাল, অধ্যাপক ও নাট্যকার অপূর্ব দে এবং বেঙ্গল থিওসফিকাল সোসাইটির সভানেত্রী শ্রীমতী জবা গুহঠাকুরতা প্রমুখ।
এই সাহিত্য সভার সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমতী চিত্রা ভট্টাচার্য। সাহিত্য আলোচনা ও কবিতাপাঠে অংশগ্রহণ করেন পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা প্রসূন কাঞ্জিলাল, সম্পাদক শুভজিৎ মুখার্জি, সংস্থার সভাপতি ইন্দ্রনীল পাল, শিক্ষাবিদ অমল মাইতি, নাট্যকার গৌতম রায় সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রায় ৬০ জন কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদগণ।

APONZONE, 16 April, 2024, Tuesday, Kolkata. Price: 5.00 Page: 6 RNI: WBBEN/2004/14450

লিভারপুলের পর আর্সেনালের হার, শীর্ষেই ম্যানচেস্টার সিটি

আপনজন ডেস্ক: আর্সেনাল ০ : ২ অ্যাস্টন ভিলা

অন্য যেকোনো লিগ হলে এক দিনে দুই অঘটন বলে দেওয়া যেত। কিন্তু ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ বিশ্বের সবচেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আসর বলেই তা বলা যাচ্ছে না। এখানে কবে-কোন দল জিতবে, আগে থেকে বলা মুশকিল।

তবু ঘরের মাঠে আজ নিরঙ্কুশভাবে ফেবারিট ছিল লিভারপুল ও আর্সেনাল। গত রাতেই শীর্ষে ওঠা ম্যানচেস্টার সিটিকে পেছনে ফেলে আবারও চূড়ায় ফেরার সুযোগ ছিল। কিন্তু শীর্ষস্থান নিয়ে চলা এই ‘ইঁদুর-বিড়াল’ খেলায় মনস্তাত্ত্বিক চাপে পড়েই কি না দল দুটি একই দিনে খেই হারাল।

অ্যানফিল্ডে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে লিভারপুলের ১-০ ব্যবধানে হারের আড়াই ঘণ্টা পর লন্ডনের এমিরেটসে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ২-০ গোলে হেরে গেল আর্সেনাল। লিভারপুল ও আর্সেনালের অপ্রত্যাশিত হারে শীর্ষেই থেকে গেল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি।

৩২ ম্যাচে পেপ গার্দিওলার সিটির পয়েন্ট ৭৩। সমান ম্যাচ খেলে আর্সেনাল ও লিভারপুলের পয়েন্ট সমান ৭১ করে। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় মিকেল আরতেতার দল দুইয়ে আর ইয়ুর্গেন ক্লপের দল তিনে অবস্থান করছে। ৬৩ পয়েন্ট নিয়ে চারে থাকা ভিলা আগামী মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলার সম্ভাবনা আরও জোরাল করেছে।

বলের দখল, গোলের উদ্দেশে শট, লক্ষ্যে শট—সবকিছুতে আর্সেনালই এগিয়ে ছিল। কিন্তু ভিলার জমাট রক্ষণভাগ কিছুতেই ভাঙতে পাচ্ছিলেন না জেসুস, সাকা, হাভার্টজরা।

তবে ম্যাচের শেষ দিকে পাওয়া সুযোগের সদ্ব্যবহার ঠিকই করেছে ভিলা। ৮৪ মিনিটে লুকাস দিনিয়ের কাছ থেকে বল পেয়ে ভিলাকে এগিয়ে দেন জ্যামাইকান উইঙ্গার লিয়ন বেইলি। ম্যাচের কয়েক মিনিট বাকি থাকতে পিছিয়ে পড়ায় গোল শোধে মরিয়া হয়ে ওঠে আর্সেনাল। তাই দলটির রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরাও ওপরে উঠে এসে খেলতে থাকেন। কিন্তু ম্যাচে ফেরা দূরে থাক, উল্টো আরেক গোল খেয়ে বসে।

জর্জিনিও ভুল করে পাস দিয়ে বসেন ভিলার ইউরি টিলেমানসকে। আর্সেনালের রক্ষণভাগ উদোম দেখে টিলেমানস উঁচু করে পাস বাড়ান ওলি ওয়াটকিনসের উদ্দেশে। একা থাকা এমিল স্মিথ রো ওয়াটকিনসকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেননি। বল নিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে বক্সে ঢুকে পড়েন ওয়াটকিনস। এরপর আর্সেনাল গোলকিপার দাভিদ রায়ার মাথার ওপর দিয়ে বল পাঠান জালে।

অ্যানফিল্ডে খেলা দেখতে আসা লিভারপুল সমর্থকেরা তো তবু শেষ পর্যন্ত একটা গোলের আশায় বসে ছিলেন, আর্সেনাল সমর্থকদের আর ধৈর্য কুলায়নি। আরতেতার দলকে ৩ মিনিটের ব্যবধানে ২ গোল খেতে দেখে ক্ষোভে-হতাশায় তখনই স্টেডিয়াম থেকে বের হয়ে গেছেন।

প্রিমিয়ার লিগে এ বছর এটাই আর্সেনালের প্রথম হার। এই এক হারেই শিরোপা-স্বপ্নে বড় ধাক্কা গেল তারা। দলটি লিগে সর্বশেষ হেরেছিল গত বছরের শেষ দিন, অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ফুলহামের কাছে। বিপরীতে উনাই এমেরির অ্যাস্টন ভিলা এ মৌসুমে দুবারের দেখাতেই আর্সেনালকে হারিয়ে দিল। সেই সঙ্গে লন্ডনের কোনো ক্লাবের বিপক্ষে টানা ১০ ম্যাচ অপরাজিত থাকল।

আইপিএল ম্যাচের দিন ছবি ও ভিডিও পোস্ট নিষিদ্ধ হল

আপনজন ডেস্ক: ঘটনাটি গত সপ্তাহের। ভারতের সাবেক সেই ব্যাটসম্যানের নাম প্রকাশ করেনি সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। তিনি এবার আইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন।

সংবাদমাধ্যমটি এটুকু জানিয়েছে, আইপিএলে এক ম্যাচে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সেই সাবেক ব্যাটসম্যান নিজের একটি ছবি তুলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন। এরপর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক অফিশিয়াল তাঁকে ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে মুছে ফেলতে বলেন।

ধারাভাষ্যকারেরা আইপিএলে ম্যাচের দিন স্টেডিয়ামের কোনো অংশের ছবি যেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট না করেন, সেটি নিশ্চিত করাই বিসিসিআইয়ের সেই অফিশিয়ালের দায়িত্ব।

তবে ব্যাপারটা সহজে রফা হয়নি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায় ১০ লাখ অনুসারী রয়েছে সেই ধারাভাষ্যকারের। তিনি শুরুতে ছবিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে মুছে ফেলতে অস্বীকৃতি জানান। বিসিসিআই অফিশিয়ালের তরফ থেকে একাধিকবার অনুরোধের পর রাজি হন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টের সম্প্রচার স্বত্ব যাদের, তারা আইপিএলে ম্যাচের দিন ধারাভাষ্যকারদের স্টেডিয়ামের ছবি এবং ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করাটা ভালো চোখে দেখছে না। আর গত সপ্তাহের ঘটনাটি সাম্প্রতিকতম।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, কোনো ব্যক্তি বা দল ম্যাচের দিনের ছবি কিংবা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে যেন অনুসারীর সংখ্যা বাড়াতে না পারেন, সেটা নিশ্চিত করতে চায় বিসিসিআই ও আইপিএল সম্প্রচার-স্বত্বের আধিকারিকেরা। বিসিসিআই এ বিষয়ে পদক্ষেপও নিয়েছে। আইপিএলে ধারাভাষ্যকার, খেলোয়াড়, মালিকপক্ষ এবং প্রতিটি দলের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কনটেন্ট টিমকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বলে দিয়েছে, এই নিয়ম লঙ্ঘন করলে পরিণতি মেনে নিতে হবে।

আইপিএলে একজন ধারাভাষ্যকারের ভেন্যুর ইনস্টাগ্রাম লাইভ পোস্টে ভিউ ১০ লাখ ছুঁয়েছে। নিজেদের খেলা ম্যাচের লাইভ ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করায় আইপিএলের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে ৯ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আইপিএলে ‘লাইভ ম্যাচ’ এবং ‘ভেন্যু’ (ফিল্ড অব প্লে) নিয়ে কনটেন্টের একচ্ছত্র অধিকার শুধু টুর্নামেন্টের সম্প্রচার-স্বত্বের দুই স্বত্বাধিকারীর—টিভির জন্য স্টার ইন্ডিয়া এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জন্য ভায়াকম ১৮।

তবে আইপিএলে অংশ নেওয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি দলগুলোকে কিছু ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। দলগুলোকে বলা হয়েছে, ম্যাচের ভিডিও কিংবা ফুটেজ যেন সরাসরি তাঁদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যান্ডলে পোস্ট না করা হয়। তবে ম্যাচের অল্প কিছুসংখ্যক ছবি তারা পোস্ট করতে পারবে।

বিসিসিআই এবং আইপিএলের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যান্ডলে যা কিছু পোস্ট করা হয়, সেসব রিপোস্ট করতে পারবে দলগুলো, খেলোয়াড় এবং ধারাভাষ্যকারেরা। বিসিসিআইয়ের এক অফিশিয়াল এ নিয়ে বলেছেন, ‘আইপিএলের স্বত্বের জন্য সম্প্রচারকেরা প্রচুর টাকা দিয়েছেন। ধারাভাষ্যকারেরা তাই ম্যাচের দিনের ছবি কিংবা ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করতে পারেন না। ধারাভাষ্যকারেরা ভেন্যুর ছবি পোস্ট করার পাশাপাশি ইনস্টাগ্রাম লাইভ করার একাধিক ঘটনা ঘটিয়েছেন। একটি ভিডিওর ভিউ হয়েছে ১০ লাখ। এমনকি আইপিএলের দলগুলোও ম্যাচের লাইভ ভিডিও পোস্ট করতে পারবে না। তারা অল্প কিছুসংখ্যক ছবি এবং ম্যাচের লাইভ আপডেট দিতে পারবেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মে। এই নিয়ম ভাঙলে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে জরিমানা করা হবে।’

নিয়মগুলো কার্যকর করতে আইপিএল পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট বিসিসিআইয়ের দল থেকে কিছুসংখ্যক স্টাফকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ম্যাচের দিন অফিশিয়ালি মাঠে থাকা ধারাভাষ্যকারেরা, খেলোয়াড় এবং দলগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কী পোস্ট করছে—সেসবে নজর রাখাটা নিয়োগ পাওয়া স্টাফদের দায়িত্ব। বিসিসিআই অফিশিয়াল জানিয়েছেন, ম্যাচের দিনে ছবি পোস্ট করা কিছু খেলোয়াড়কেও তাঁদের পোস্টগুলো মুছে ফেলতে বলা হয়েছে। এ নিয়ে বিসিসিআই অফিশিয়ালের বক্তব্য, ‘খেলোয়াড়দেরও ম্যাচের দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্টের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। খেলোয়াড়দের সব পোস্টেই নজর রাখা হয়। নিয়মটি তাদের জানানো হয়েছে। তবে সবাই তা মানছে না।’

এখনও সব পাইনি, শিরোপা জয়ের পর বললেন আলোনসো

আপনজন ডেস্ক: কী উচ্ছ্বাসেই না ভেসে যাচ্ছে পুরো লেভারকুসেন শহর! এ শহরেরই ফুটবল ক্লাব বায়ার লেভারকুসেন, যারা নিজেদের ১২০ বছরের ইতিহাসে গতকালের আগে কখনো পায়নি জার্মান বুন্দেসলিগার স্বাদ, সেই লেভারকুসেনকেই ৫ ম্যাচ হাতে রেখে প্রথমবারের মতো বুন্দেসলিগার শিরোপা জিতিয়ে যেন ‘অমরত্ব’কেই আলিঙ্গন করেছেন দলটির স্প্যানিশ কোচ জাবি আলোনসো। এরপর লেভারকুসেনের সমর্থক, খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, শহরের সাধারণ মানুষ—সবাই ভাসছে আনন্দে। এই আনন্দের মধ্যেই জাবি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, এখনো অবশিষ্ট কাজ আছে, সবকিছু পাওয়া হয়ে যায়নি।

আলোনসোর এই কথার মানে একটাই—এ মৌসুমে লেভারকুসেনের আরও যা পাওয়ার আছে, তার সবই পেতে চান স্প্যানিশ এই কোচ। এ মৌসুমে তাহলে আর কী জেতার আছে লেভারকুসেনের? ইউরোপা লিগ ও জার্মান কাপের শিরোপা ঘরে তুলে তারা জিততে পারে ট্রেবল। মৌসুমে

সব ম্যাচ অপরাজিত থেকে গড়তে পারে অনন্য এক নজির। গত মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ে লেভারকুসেনের দায়িত্ব নেওয়া আলোনসো চলতি মৌসুমে কোনো ম্যাচ হারেননি। সব মিলিয়ে গতকাল বুন্দেসলিগার শিরোপা নিশ্চিত করার পর ৪২ বছর বয়সী কোচ বলেছেন, একমাত্র আকাশই তাঁর দলের সাফল্যের সীমানা! ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে আলোনসো যখন কথা বলছিলেন, হঠাৎই সংবাদ সম্মেলনকক্ষে ঢুকে পড়ে তাঁর খেলোয়াড়েরা। বিয়ারের ফোয়ারায় তাঁকে ভিজিয়ে দেন তাঁরা। বিয়ারে ভিজতে ভিজতেই জাবি বললেন, ‘এখনো সবকিছু পাওয়া হয়ে যায়নি। দেখব, আমরা কত দূর যেতে পারি। এটা ভেবে আমার খুব ভালো লাগছে।’ আরও সাফল্যের বিষয়টি মনে করিয়ে দিলেও আপাতত যা পেয়েছেন, সেটা তাঁর খেলোয়াড়দের উপভোগও করতে দিতে চান আলোনসো, ‘আমরা এখনো যা কিছু আছে, তা অর্জন করতে চাই। কিন্তু তা নিয়ে আমরা মঙ্গলবার ভাবতে পারি। আজ (গতকাল) এবং আগামীকাল (আজ) আমরা উদ্‌যাপন করতে চাই।’

আলোনসোর আগামীর অর্জন নিয়ে ভাবার কথা বলার কারণ আছে। বৃহস্পতিবার ইউরোপা লিগে কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগের ম্যাচটি খেলবে লেভারকুসেন। সেই ম্যাচের প্রস্তুতি হয়তো মঙ্গলবার থেকেই নিতে শুরু করবে তারা। ওয়েস্ট হামের বিপক্ষে প্রথম লেগে নিজেদের মাঠে ২-০ গোলে জিতে সেমিফাইনালে যাওয়ার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে জাবির দল।

চ্যাম্পিয়ন হল কাটরা নাইট রাইডার্স ক্লাব

আপনজন: কাঁটাবেড়িয়া ইয়ংস্টার ক্লাবের পরিচালনায় দুইদিন ব্যাপী ১৬ দলীয় পিংপং ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় কাটরা নাইট রাইডার্স চ্যাম্পিয়ন হয়। এই খেলায় ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ ও ম্যান অফ দ্যা সিরিজের অধিকারী হন রাজা সী। অধিনায়ক নাজিবুল হাসান মল্লিক।

‘প্ল্যান বি-তে যেতে না চাওয়া’ পান্ডিয়ার গুণগান শোনার অপেক্ষায় পোলার্ড

আপনজন ডেস্ক: হার্দিক পান্ডিয়া যখন আবার ‘সেরা অবস্থানে’ ফিরবেন, তখন সবাই তাঁর জয়গান গাইবেন, আর তিনি বসে বসে তা উপভোগ করবেন। এমন আশা মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ব্যাটিং কোচ কাইরন পোলার্ডের।

মুম্বাইয়ের নতুন অধিনায়ক পান্ডিয়ার সময়টা যে সুবিধার যাচ্ছে না, তা এখন জানা কথাই। সর্বশেষ গতকাল রাতে চেন্নাই সুপার কিংসের কাছে ২০ রানে হেরেছে পান্ডিয়ার দল। শেষ ওভার করতে এসে ২৬ রান গুনেছেন পান্ডিয়া, পরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬ বলে ২ রান করে আউট হয়েছেন। যাঁকে সরিয়ে পান্ডিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুম্বাইয়ের, সেই রোহিত শর্মার অপরাজিত ১০৫ রানের ইনিংসও যথেষ্ট হয়নি আইপিএলের ইতিহাসে যৌথভাবে সবচেয়ে বেশি শিরোপা জেতা দলটির।

অধিনায়ক হিসেবে পান্ডিয়ার সমালোচনাও কম হচ্ছে না। ম্যাচের মাঝপথেই গতকাল সুনীল গাভাস্কার বলেছেন, ‘অনেক দিন পর এত বাজে ডেথ বোলিং দেখলাম। সাদামাটা বোলিং, সাদামাটা অধিনায়কত্ব। চেন্নাইকে ১৮৫ রানের মধ্যে আটকে রাখা উচিত ছিল।’

৩৮ বলে ৬৬ রানের ইনিংস খেলা শিবম দুবে ব্যাটিংয়ের সময় কোনো স্পিনারকে আনেননি পান্ডিয়া। তা নিয়েও সমালোচনা হচ্ছে। স্টার স্পোর্টসে সাবেক ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেভিন পিটারসেন পান্ডিয়ার অধিনায়কত্ব নিয়ে বলেছেন, ‘আমি এমন একজন অধিনায়ককে দেখেছি, যার পাঁচ ঘণ্টা আগে টিম মিটিং থেকে পাওয়া “প্ল্যান এ” ছিল। এমন একজন অধিনায়ককে দেখেছি, যে “প্ল্যান বি”-তে যেতে চায়নি, যখন তার “প্ল্যান বি”-তে যাওয়া উচিত ছিল। মানে যখন পেসাররা ওভারে ২০ রান করে দিচ্ছে, তখনো

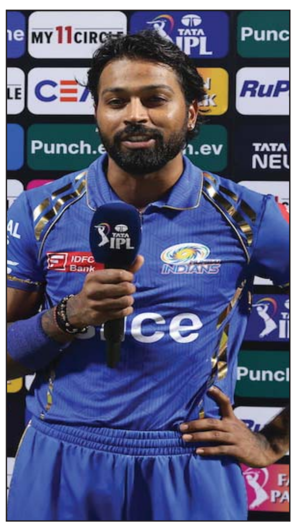

কীভাবে আপনি কোনো স্পিনারকে আনেন না? ব্রায়ান লারা বলছিল, “দয়া করে কি একজন স্পিনারকে আনা যায়?” কাউকে তো বোলিং করতে হবে। আপনাকে ম্যাচের গতি বদলাতে হবে।’

তবে এমন সমালোচনার মধ্যেও নিজের সাপোর্ট স্টাফকে পাশেই পাচ্ছেন পান্ডিয়া। পোলার্ড যেমন কাল বলেছেন, ‘এটি তার আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলবে কি না, জানি না। সে আত্মবিশ্বাসী মানুষ, এ দলে দারুণ একজন। ক্রিকেটে আপনার ভালো দিন আসবে, খারাপ দিনও আসবে। আমি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখছি, যে নিজের স্কিলের উন্নতিতে অনেক খাটছে।’

টানা ৩ ম্যাচ হেরে মৌসুম শুরু করার পর টানা ২ ম্যাচ জিতেছিল মুম্বাই—গতকালের হারে সে জয়ের ধারায় ছেদ পড়েছে আবার। দলের পারফরম্যান্সের জন্য শুধু অধিনায়ককে দায় দিতে মোটেও রাজি নন মুম্বাইয়ের হয়ে ১৮৯টি ম্যাচ খেলা পোলার্ড, ‘একজনকে চিহ্নিত করার ব্যাপারটি নিয়ে আমি বিরক্ত। ক্রিকেট দিন শেষে দলীয় খেলা। ছয় সপ্তাহও নেই, এই মানুষটা তার দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। সবাই তখন তাকে উৎসাহ দেবে, সে যাতে ভালো করে সেটি চাইবে। ফলে তাকে উৎসাহ দেওয়ার এখনই সময়। এসব খোঁচাখুঁচি বাদ দিয়ে দেখা উচিত, ভারতের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারের সেরাটি দেখা যায় কি না। সে ব্যাটিং করতে পারে, বোলিং করতে পারে। তার একটা এক্স-ফ্যাক্টর আছে।’

শিরোপা জিততে পারেনি

তবে সেই পান্ডিয়া এ মৌসুমে এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সেও নিষ্প্রভ। ৬ ম্যাচে ১৪৫.৫৫ স্ট্রাইক রেটে ১৩১ রান করেছেন, বোলিংয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন ১২ ইকোনমি রেটে বোলিং করে। মুম্বাইয়ে ২০১৫ থেকে ২০২১ সালে প্রথম দফা তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৫৩.৯১, গড় ছিল ২৭.৩৩। মাঝে গুজরাট টাইটানসের হয়ে দুই মৌসুমে মিডল অর্ডারে খেলা পান্ডিয়ার স্ট্রাইক রেট ছিল ১৩৩.৪৯, তবে ৩৭.৮৬ গড় দিয়ে সেটি পুষিয়ে দিয়েছিলেন নিজের দায়িত্বটা পালন করে। তাঁর নেতৃত্বে প্রথম মৌসুমেই চ্যাম্পিয়ন গুজরাট পরের মৌসুমেও খেলেছিল ফাইনাল।

পান্ডিয়া মুম্বাইয়েও সামনে ভালো করবেন, সে ব্যাপারে আশাবাদী পোলার্ড, ‘হৃদয়ের অনেক গভীর থেকে আমি জানি, সে যখন সেরা ফর্মে ফিরবে, তখন আমি বসে বসে সবাই তার জয়গান গাইছে—সেটি দেখব।’

পোলার্ড এরপর বলেন, ‘আমি যা দেখছি, সে ক্রমাগত বদলাচ্ছে। আমরা হয়তো নির্দিষ্ট কিছু জিনিস দেখতে চাই, কিন্তু ক্রিকেটে সব সময় সেগুলোর চাহিদা থাকে না। যাত্রাপথে খেলোয়াড়েরা ভুল করবেই, আমরা সবাই করেছি। সে পরিশ্রম করেছে, পরিশ্রমের ফল পাওয়া যায়। ফলে সময় এলেই আমরা সবাই তার গুণগান করব।’

মেসির ছেলের এক ম্যাচে ৫ গোল, ভিডিও ভাইরাল

আপনজন ডেস্ক: নতুন মেসি—আর্জেন্টিনার তরুণ প্রতিভাবান প্রায় সব ফুটবলারকে নিয়েই বলা হয় শব্দযুগল। কিন্তু ব্রাজিলের উঠতি তারকা এস্তেভাও উইলিয়ানকে সেখানে আদর করে মানুষ ডাকতে শুরু করেছে মেসিনিও বা ছোট মেসি বলে। ব্রাজিলের ১৬ বছর বয়সী কিশোরের খেলার ধরন নাকি একদমই মেসির মতো। এ কারণেই তাকে এ নামে ডাকা!

তবে এবার ‘আসল ছোট মেসি’কেই বুঝি পেয়ে গেছে ফুটবল বিশ্ব। সেই আসল ছোট মেসি আর কেউ নয়, লিওনেল মেসির মেজ ছেলে মাতেও। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলছেন মেসি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর তিন ছেলে থিয়াগো, মাতেও আর চিরোও ক্লাবটির একাডেমিতে নাম লিখিয়েছে। ইন্টার মায়ামির বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলছে তারা। ইন্টার মায়ামির বয়সভিত্তিক দলের সে রকমই এক ম্যাচে মাতেও পুরো ফুটবল বিশ্বেরই নজর কেড়েছে। মায়ামির অনূর্ধ্ব-৯ দলের হয়ে খেলা সেই ম্যাচে মাতেও একাই করেছে ৫ গোল। সেই ম্যাচে মাতেওর খেলার ভিডিও দেখে যে কেউ হয়তো বলবে—এ তো দেখি একদম মেসির মতো! মেসির ট্রেডমার্ক ফ্রি-কিকের মতো ফ্রি-কিক থেকেও একটি গোল করেছে মাতেও। বক্সের বাইরে থেকে বাঁকানো সেই ফ্রি-কিকের গোল দেখে মুগ্ধ হবেন যে কেউ। একটি গোলের পর তো বাবার বিখ্যাত উদ্‌যাপনও করেছে মাতেও। গোল করে সে অনেকটা দৌড়ে গিয়ে গ্যালারির দিকে ছুড়ে দিয়েছে উড়ন্ত চুমো। মেসির সঙ্গে মাতেওর অমিল হয়তো একটিই—মেসি বাঁ পায়ের খেলোয়াড় আর মাতেও ডান পায়ের। ফ্রিক-কিকসহ ৫টি গোলই মাতেও করেছে ডান পায়ে। মেসির ছেলেদের ফুটবল মাঠের কীর্তির জন্য ভাইরাল হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এর আগে ১১ বছর বয়সী থিয়াগো মাঠে তার ফুটবল দক্ষতা দেখিয়ে ভাইরাল হয়েছে। এ মাসের শুরুর দিকে ইস্টার ইন্টারন্যাশনাল কাপে দুর্দান্ত এক গোল করে মায়ামির অনূর্ধ্ব-১২ দলকে শিরোপা জিতিয়েছে সে।

চলে গেলেন ইংল্যান্ডের সেরা স্পিনার আন্ডারউড

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের টেস্ট ইতিহাসে তর্কযোগ্যভাবে সেরা স্পিনার ডেরেক আন্ডারউড ৭৮ বছর বয়সে মারা গেছেন। ১৯৬৬ সালে টেস্টে অভিষিক্ত এই বাঁহাতি স্পিনার ৮৬ টেস্টে ২৯৭ উইকেট নিয়েছেন। টেস্টে ইংল্যান্ডের স্পিনারদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন।

১৯৮২ সালে শেষ টেস্ট খেলা আন্ডারউডের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ার কেটেছে কাউন্টি দল কেন্টে। ১৭ বছর বয়সে কেন্টের মূল দলে অভিষেকের পর তিন যুগের (১৯৬৩-১৯৮৭) বেশি সময়ে কাউন্টি দলটির হয়ে ৯০০-এর বেশি ম্যাচ খেলেছেন সতীর্থদের কাছে ‘ডেডলি’ তকমা পাওয়া এই স্পিনার। ১৯.০৪ গড়ে কেন্টের হয়ে ২৫২৩ উইকেট নিয়েছেন আন্ডারউড।

কেন্ট আজ তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে ‘এক্স’-এ বিবৃতিতে বলেছে, ‘ক্লাবের একজন আইকন ডেরেক আন্ডারউডের ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যুতে শোকাহত কেন্ট ক্রিকেট।’ ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ‘এক্স’-এ পোস্ট করা বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করেছে বলেছে, ‘এই দেশের অন্যতম সেরা স্পিনার হিসেবে ডেরেক আন্ডারউডকে মনে রাখা হবে।’ পরিচ্ছন্ন অ্যাকশন এবং নিখুঁত লাইন-লেংথের জন্য আলাদা খ্যাতি ছিল আন্ডারউডের। বেশ গতিও ছিল বলে এবং সিমের ওপরও বল করতে পারতেন। বৃষ্টিস্নাত উইকেটে ভয়ংকর ছিলেন আন্ডারউড। ১৯৬৮ অ্যাশেজ সিরিজে ওভালে শেষ টেস্টটি স্মরণীয়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**